মশ্‌হুর মোস্‌লেম সিরিজ—১

উজীর আল্‌-মন্‌সূর

মৌলভী আবদুল্‌ কাদের বি-এ

প্রণীত

দশ আনা

প্রকাশক—
মোহাম্মদ রুস্তম আলী ভি-এম,
হেড্ পণ্ডিত, কাশীপুর জুনিয়ার মাদ্রাসা,
গাগলা, রঙ্গপুর।

[গ্রন্থকার কর্ত্তৃক সর্ব্ব স্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রিণ্টার—
শ্রীশশীভূষণ ভট্টাচার্য্য
মডেল লিথো এণ্ড প্রিন্টিং ওয়ার্ক্স,
৬৬।১এ বৈঠকখানা রোড, কলিকাতা।

উৎসর্গ

বাঙ্গালার দ্বিতীয় মোহ্‌সেন

মৌলভী ওয়াজেদ আলী খাঁ পন্নী

জমিদার সাহেবের দস্ত দারাজে

গ্রন্থকারের অন্যান্য পুস্তক

১।	মোস্‌লেম-কীর্ত্তি—১ম খণ্ড	...	১।০
২।	মোস্‌লেম-কীর্ত্তি—২য় খণ্ড	...	১।০
৩।	ইস্‌লাম ও বহু-বিবাহ ...	...	।০
৪।	ইস্‌লাম ও পর্দ্দা ...	...	।০

(শীঘ্রই বেরুবে)

৫।	ছোটদের সালাহুদ্দীন ...	...	১৲
৬।	সোলতান সালাহুদ্দীন ...	...	২৷৷০
৭।	স্পেনের ইতিহাস ...	...	২৲
৮।	মোস্‌লেম-কীর্ত্তি—৩য় খণ্ড	...	১।০
৯।	ইস্‌লাম ও তালাক ...	..	।০
১০।	হায়দর আলী ...	...	৷৷৵০
১১।	টিপূ সোলতান ...	...	৷৷৵০

(প্রস্তুত হইতেছে)

১২।	মিসরের ইতিহাস ...	...	
১৩।	ইস্‌লামে নারী ...	...	

প্রাপ্তিস্থান ঃ—

মুন্সী মোহাম্মদ ইদ্‌রীস্ মিঞা, ম্যানেজার,
মোস্‌লেম-কীর্ত্তি পাবলিশিং সিণ্ডিকেট, ট্রাম অফিস,
খিদিরপুর, কলিকাতা এবং ঢাকা ও কলিকাতার
সমস্ত বড় বড় লাইব্রেরী।

আত্মকথা

সামান্য অবস্থা হইতে যাঁহারা স্বীয় প্রতিভা-বলে জগতে অক্ষয় কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন, আল্-মন্সূর তাঁহাদের অন্যতম। কিন্তু তাঁহার ন্যায় একপ সর্ব্ব-গুণবান লোকের দৃষ্টান্ত ইতিহাসে অতি বিরল। যদি শুধু স্বদেশের উন্নতি বিধানের জন্যই বর্ব্বর পিটার 'The Great' বা 'মহামতি' উপাধি প্রাপ্তির যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকিতে পারেন, তবে আল্-মন্সূর সহস্রগুণে এই গৌরব লাভের উপযুক্ত। কিন্তু ইতিহাস লেখার ভার মোসলমানের হাত হইতে অমোসলমানের হাতে চলিয়া গিয়াছে বলিয়াই হউক, কিম্বা এই উপাধিটী মোসলমান ঐতিহাসিকদের জানা ছিল না বলিয়াই হউক, আল্-মন্সূর আল্-মন্সূরই রহিয়া গিয়াছেন।

গভীর পরিতাপের বিষয় যে, দশম শতাব্দীর এই বিরাট প্রতিভাশালী পুরুষের কোন জীবনী অদ্যাপি বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত হয় নাই—এমন কি তথাকথিত শিক্ষিত মহলে তাঁহার নাম পর্য্যন্ত জানা নাই।

আল্-মন্‌সূরের সহিত বাঙ্গালীর—বিশেষতঃ বাঙ্গালী মোসলমানের পরিচয় সাধনের উদ্দেশ্যেই এই পুস্তক খানা লিখিত হইল। কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি, তাহার বিচারের ভার পাঠক পাঠিকাগণের ন্যায়পরায়ণতার উপর ছাড়িয়া দিয়া এক্ষণে বিদায় নিতেছি।

মধ্যপাড়া, পাটওয়ারী বাড়ী,
পোঃ কেথুড়ী, নোয়াখালী,
জুন ১৬, ১৯৩১।

বিনীত—
আবদুল কাদের

উজীর আল্-মন্‌সূর

খলীফা দ্বিতীয় হাকামের রাজত্বকালে একদা কর্দোভা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পাঁচটী ছাত্র রাজধানীর একটী উপ-নগরের কোন উদ্যানের বৃক্ষ-নিম্নে নৈশ-ভোজন সমাপ্ত করিয়া আমোদ-আহ্লাদে প্রবৃত্ত হইয়াছিল; কিন্তু তন্মধ্যে একটী দীর্ঘকায় যুবককে অত্যন্ত চিন্তামগ্ন বলিয়া বোধ হইতেছিল; তাঁহার আকৃতি দেখিলেই বুঝা যাইত যে, নেতৃত্ব করিবার জন্যই তাঁহার সৃষ্টি হইয়াছে। অবশেষে যুবক চিন্তা ভগ্ন করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "দেখ, এমন একদিন আসিবে, যে দিন আমি-ই এ দেশ শাসন করিব।" এটুকু শুনিয়াই তাঁহার সঙ্গীরা উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিল; কিন্তু যুবক তাহাতে না দমিয়া বলিয়া যাইতে লাগিলেন, "তোমরা কে কোন পদ প্রার্থী, তাহা আমাকে এখনই জানাইয়া রাখ; ক্ষমতা হাতে আসিলে আমি তোমাদের প্রার্থনা পূরণ করিব।"

একটী ছাত্র বলিল, "বেশ! মোরব্বা অতি চমৎকার জিনিষ; তুমি আমাকে বাজার-সরকার করিও; তাহা হইলে আমি বিনা পয়সায় দিব্য ভোগ খাইতে পারিব।"

দ্বিতীয়টী বলিল, "ডুমুরের উপর আমার বড় লোভ ; মালাগার ডুমুর অতি উপাদেয় ; তুমি আমাকে তথাকার কাজী করিও।"

তৃতীয় ছাত্র বলিল, "এই উদ্যানগুলিতে ভ্রমণ করিতে আমার বড়ই আনন্দ হয় ; তুমি আমাকে কোতোয়াল করিও।"

চতুর্থ ছাত্রটী কিন্তু চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। যুবক তাহার ইচ্ছা জানিবার জন্য 'জেদ' করিতে লাগিলে সে লাফাইয়া উঠিয়া প্রশ্নকর্ত্তার দাড়ি ধরিয়া একটী হেঁচকা টান দিয়া বলিল. "যে দিন তুমি স্পেনের কর্ত্তা হইবে, সে দিন আমার গায়ে মধু ঢালিয়া উল্টামুখ করিয়া গাধার পিঠে বসাইয়া কর্দোভার রাস্তায় ঘুরাইতে হুকুম দিও।"

এই বলিয়া বক্তা যুবকের মুখের দিকে চাহিল ; কিন্তু তিনি ক্রোধ দমন করিয়া বলিলেন, "তথাস্তু ; তোমাদের প্রত্যেকের আশাই পূর্ণ হইবে। সময় হইলে আমি তোমাদের কথা স্মরণ করিব।"

অতঃপর দল ভাঙ্গিয়া গেল ; আমাদের যুবক তাঁহার জনৈক আত্মীয়-গৃহে গমন করিলেন। আত্মীয়টী তাঁহার সহিত কথোপকথনের চেষ্টা পাইলেন ; কিন্তু চিন্তামগ্ন যুবকের তাহাতে কোনই উৎসাহ দেখা গেল না। তখন

গৃহস্বামী তাঁহার শয়নের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া চলিয়া গেলেন। পরদিবস প্রাতর্ভোজনের সময় তিনি যুবকের কক্ষে গমন করিয়া দেখিতে পাইলেন যে, অতিথিবর নত মস্তকে একটী 'বেঞ্চে' বসিয়া আছেন। গৃহস্বামী বলিলেন, "আমার বিশ্বাস, সারা রাত তুমি অনিদ্রায় কাটাইয়াছ।" যুবক উত্তর করিলেন, "আপনার ধারণা সত্য ; গভীর চিন্তায় আমার ঘুম হয় নাই।" গৃহকর্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, "চিন্তার কারণ ?" যুবক বলিলেন, "আমি ভাবিতেছিলাম যে, বর্ত্তমান কাজী সাহেব মরিয়া গেলে আমি কাহাকে কাজী করিব !"

কর্দোভার বিপুল অধিবাসীর মধ্যে থাকিয়া যে অখ্যাতনামা যুবক দৃঢ়তার সহিত 'আলনস্করের স্বপ্নে'র ন্যায় ঈদৃশ উচ্চাকাঙ্ক্ষা পোষণ করিতেছিলেন, তাঁহারই জীবনী আমাদের আলোচ্য বিষয়।

বর্ণিত যুবকের নাম ইব্‌নে আবু-আমীর মোহাম্মদ। পরবর্ত্তীকালে তিনি খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে বহু যুদ্ধে জয় লাভ করিয়া "আল্-মন্‌সূর" বা "বিজয়ী" উপাধি গ্রহণ করেন। ব্যবহারের অভাবে তাঁহার প্রকৃত নাম লোপ পায় এবং এই উপাধিই তাঁহার নাম হইয়া দাঁড়ায়। তজ্জন্য আমরাও তাঁহাকে আল্-মন্‌সূর বলিয়াই ডাকিব।

কর্দোভা-বিশ্ব-বিদ্যালয়ের এক সামান্য ছাত্ররূপে আল্-মন্‌সূরের জীবন-যাত্রার আরম্ভ। তাঁহার পিতা একজন অভিজ্ঞ ব্যবহারোপজীবী বলিয়া তথায় পরিচিত ছিলেন; কিন্তু তদীয় বংশ বিশেষ প্রতিপত্তিশালী ছিল না। আল্-মন্‌সূর তেজস্বী, উৎসাহী ও তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি যুবক ছিলেন; কিন্তু অতুল উদ্যম ও অটল একাগ্রতাই তাঁহার চরিত্রের প্রধান বিশেষত্ব ছিল। আইন শিক্ষার জন্য তিনি বিশ্ব-বিদ্যালয়ে প্রেরিত হন; কিন্তু ইতিহাসই তাঁহার প্রিয়তম বিষয় ছিল। সামাজিক মর্য্যাদায় যাঁহারা তদপেক্ষাও হীন, কি উপায়ে তাঁহারা ক্রমশঃ রাজ্যের সর্ব্বোচ্চ পদে উন্নীত হইয়াছিলেন, মন্ত্র-মুগ্ধের ন্যায় আল্-মন্‌সূর তাহা পাঠ করিয়া যাইতেন। তাঁহাদের অসম সাহসিক কার্য্যাবলী তাঁহার হৃদয় এক অননুভবনীয় উন্মাদনায় পরিপূর্ণ করিয়া দিত। তিনি ঠিক করিলেন, সংসারে তাঁহাকেও বড় হইতে হইবে। বড় হওয়ার আকাঙ্ক্ষাই এখন হইতে "আহারে, বিহারে, শয়নে, স্বপনে" তাঁহার একমাত্র চিন্তার বিষয় হইয়া দাঁড়াইল।

বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া আল্-মন্‌সূর যে পদ প্রাপ্ত হইলেন, তাঁহার উচ্চাকাঙ্ক্ষার সহিত

তাহার কোনই সামঞ্জস্য ছিল না। খলীফার সহিত যাঁহারা সাক্ষাৎ করিতে চাহিতেন, প্রাসাদ-দ্বারে উপবেশন করিয়া আল্-মনসূর তাঁহাদের আবেদন-পত্র লিখিয়া দিতেন। কিন্তু প্রারম্ভ যতই নৈরাশ্যব্যঞ্জক হউক না কেন, মোসলমান রাজ্যে প্রতিভার নিকট ক্ষমতা লাভের পথ চিরদিনই উন্মুক্ত। এরূপ স্থলে সাহস, সূক্ষ্মবুদ্ধি ও সতর্কতা বলে যতদূর উন্নতি লাভ করা সম্ভবপর, আল্-মনসূরের জীবনী তাহারই হৃদয়গ্রাহী দৃষ্টান্ত। স্বকীয় মধুর ব্যবহারে ও কৌশলপূর্ণ তোষামোদ বাক্যে তিনি শীঘ্রই রাণী অরোরা ও প্রধান কোষাধ্যক্ষ মুশ্-হাফীর অনুগ্রহ-দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হইলেন। তাঁহাদের চেষ্টায় তিনি ৯৫৭ খৃষ্টাব্দের ২৩শে ফেব্রুয়ারী খলীফার পুত্র আবদুর রহমানের সম্পত্তির 'ম্যানেজার' নিযুক্ত হইলেন। সোলতানা অরোরার অধিকতর কৃপাভাজন হইবার জন্য আল্-মন্সূর চেষ্টার কোনই ত্রুটি করিলেন না ; ইহাতে তিনি এতই কৃতকার্য্য হইলেন যে, অরোরার ব্যক্তিগত সম্পত্তির ম্যানেজারীও তাঁহার হাতে আসিল ; কিয়দ্দিবস পরে তিনি এমন কি টাকশালের অধ্যক্ষের পদ পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হইলেন। এবার আল্-মন্সূরের উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূরণের পথ প্রশস্ত হইয়া আসিল। বিপুল অর্থ হাতে

পাইয়া তিনি তদ্বিনিময়ে উচ্চ পদস্থ ব্যক্তিগণের বন্ধুতা ক্রয়ে নিরত হইলেন। কোন অভিজাত অভাবগ্রস্ত হইলেই আল্-মন্সূর তাঁহার মুক্তিদাতারূপে আবির্ভূত হইতেন। মোহাম্মদ ইব্নে-আফ্লাশ নামক এক রাজ-কর্ম্মচারী স্বীয় কন্যার বিবাহে অমিতব্যয়িতার দরুণ অত্যধিক ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়েন। নিরুপায় অভিজাত একটী মণি-মুক্তা-খচিত অশ্ববল্গা লইয়া আল্-মন্সূরের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং উহা গচ্ছিত রাখিয়া তাঁহাকে কিছু অর্থ দানের জন্য অনুরোধ জানাইলেন। তাঁহার বক্তব্য শেষ হইতে না হইতেই ইব্নে-আফ্-লাশকে ঐ বল্গার সম-পরিমাণ রৌপ্যমুদ্রা প্রদানের জন্য অধ্যক্ষ জনৈক সহকারীকে আদেশ প্রদান করিলেন। অভাব-প্রপীড়িত অভিজাত ইহাকে বিদ্রূপ বলিয়া ধারণা করিলেন; কিন্তু সত্যই যখন তিনি কথিত মুদ্রা গ্রহণে অনুরুদ্ধ হইলেন, তখন অধ্যক্ষের সদাশয়তার কথা ভাবিয়া তাঁহার বিস্ময়ের সীমা রহিল না। ইব্নে-আফ্লাশ এত অর্থ পাইলেন যে, ঋণ পরিশোধের পরেও তাঁহার হাতে যথেষ্ট মুদ্রা রহিয়া গেল। এই ঘটনার পর হইতে তিনি আল্-মন্সূরের জন্য যে কোন বিপজ্জনক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে প্রস্তুত হইয়া রহিলেন। বিবিধ

মূল্যবান উপহার দানে ও স্তোকবাক্যে খলীফার হেরেমের মহিলাবর্গ—বিশেষতঃ অরোরার মনস্তুষ্টি সাধনে আল্-মন্‌সূর আদৌ কৃপণতা করিতেন না। তাঁহার উপহার-দ্রব্যের মধ্যে সময় সময় উন্নত কৌশলের পরিচয় পাওয়া যাইত। একবার তিনি বহু অর্থ ব্যয়ে রৌপ্য দ্বারা একটী প্রাসাদের আদর্শ প্রস্তুত করাইলেন। কতিপয় ক্রীতদাস তাহা বহন করিয়া অরোরার নিকট লইয়া গেল। এই অদৃষ্টপূর্ব্ব বিরাট কৃত্রিম রৌপ্য-প্রাসাদ দর্শনে শহরবাসীরা অবাক হইয়া তৎপ্রতি একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিল।

আল্-মন্‌সূরের দ্রুত উন্নতি দর্শনে তাঁহার শত্রুরা খলীফার নিকট তদ্বিরুদ্ধে রাজকোষের অর্থ আত্মসাৎ করিবার অভিযোগ আনয়ন করিল। আনীত অভিযোগ সম্পূর্ণ সত্য ছিল; যুবক কর্ম্মচারী বাস্তবিকই কোষাগারের অর্থের অপব্যবহার করিয়া ক্ষমতাশালী ব্যক্তিদের বন্ধুত্ব লাভের ব্যবস্থা করিতেছিলেন। হিসাব দর্শাইতে ও 'ঘাটতি' টাকা জমা দিতে আদিষ্ট হইয়া বিপন্ন যুবক তদীয় বন্ধু উজীর ইব্‌নে-হোদায়রের নিকট গমন করিলেন এবং অকপটে স্বীয় অবস্থা বর্ণনা করিয়া প্রয়োজনীয় অর্থ যাচ্ঞা করিলেন। উজীর তৎক্ষণাৎ

তাঁহাকে প্রার্থিত অর্থ প্রদান করিলে আল্-মন্‌সূর খলীফার নিকট হিসাব ও 'ঘাটতি' টাকা দাখিল করত অভিযোগকারীদিগকে হতভম্ব করিয়া দিলেন। আল্-মন্‌সূরকে অপদস্থ করিতে আসিয়া তাঁহারা সেই সুচতুর যুবকের আরও দ্রুত উন্নতির ব্যবস্থা করিয়া গেলেন। খলীফা তাঁহার উপর সন্তুষ্ট হইয়া ৯৬৮ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে তাঁহাকে গর-মালিক সম্পত্তির 'ট্রাষ্টি' নিযুক্ত করিলেন; এগার মাস পরে তিনি সেভিল ও নিয়েবলার কাজীর পদ প্রাপ্ত হইলেন; আবদুর রহমানের মৃত্যুর পর যুবরাজ হিশামের ম্যানেজারীও তাঁহারই হাতে আসিল (জুলাই, ৯৭০)। কেবল তাহাই নহে; ৯৭২ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি শহর-কোতোয়াল নিযুক্ত হইলেন। এইরূপে রাজকার্য্যে যোগদানের পাঁচ বৎসরের মধ্যে মাত্র একত্রিশ বৎসর বয়সে আল্-মন্‌সূর পাঁচ ছয়টী বড় বড় পদের মালিক হইয়া বসিলেন। রোসাফায় এক মনোরম প্রাসাদ প্রস্তুত করিয়া তিনি তথায় প্রায়শঃ রাজার ন্যায় মহাড়ম্বরে বাস করিতে লাগিলেন। দুঃস্থ জনের জন্য তাঁহার সিন্দুক বরাবরই উন্মুক্ত থাকিত; প্রার্থীরা নিরন্তর তাঁহার গৃহদ্বার ঘিরিয়া রাখিত। সকলেই তাঁহার দয়া, সদাশয়তা, শিষ্টাচার ও

মহানুভবতার প্রশংসা করিত; এ বিষয়ে কোনই মতদ্বৈধ ছিল না। *

এক সঙ্গে এতগুলি পদ পাইয়া ও আল্-মন্‌সূরের তৃপ্তি হইল না। রাজ্যের সর্ব্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহার পক্ষে তৃপ্ত হওয়া সম্ভবপর ছিল না। তজ্জন্য সেনাপতিদের সহিত বন্ধুতা স্থাপন করা নিতান্ত প্রয়োজন ছিল। মৌরিটনিয়ার ব্যাপার তাঁহাকে ঈপ্সিত সুযোগ প্রদান করিল।

হাকাম আফ্রিকার মৌরিটনিয়া প্রদেশে ইদ্‌রীস্-বংশীয় রাজগণের সহিত সংগ্রাম পরিচালনা করিতেছিলেন; যুদ্ধের ব্যয় সম্বন্ধে তাঁহার মনে সন্দেহের উদ্রেক হওয়ায় তিনি আল্-মন্‌সূরকে তথাকার প্রধান কাজী নিযুক্ত করিলেন; অর্থনৈতিক বিভাগের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিবার জন্য তাঁহার উপর খলীফার বিশেষ আদেশ ছিল। তিনি বড় কঠিন কাজের ভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সেনাপতিদের সহিত বন্ধুতা স্থাপন করাই তাঁহার স্বার্থের অনুকূল ছিল; অথচ তাঁহাদিগকে সংযত

---

* "Praises of his kindness, his courtesy, his liberality, his noble character, were on all men's lips; there were not two opinions on the subject."—Dozy, Spanish Islam, 463.

রাখিবার জন্যই তিনি তথায় প্রেরিত হইয়াছিলেন। কিরূপে এই সমস্যার সমাধান করিতে হইবে, আল্-মন্সূর তাহা প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত ছিলেন। তিনি এত সুকৌশলে স্বীয় কর্ত্তব্য সম্পাদন করিলেন যে, খলীফা তাঁহার উপর পূর্ণ মাত্রায় সন্তুষ্ট হইলেন; পক্ষান্তরে সেনাবিভাগের কর্ম্মচারীবর্গ তাঁহার উপর অসন্তুষ্ট না হইয়া বরং পঞ্চমুখে তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। আফ্রিকার রাজা ও বার্ব্বার সর্দ্দারদের সহিত বন্ধুতা স্থাপন করিতেও তিনি শৈথিল্য প্রদর্শন করিলেন না; পরবর্ত্তী কালে এই বন্ধুতা অত্যন্ত মূল্যবান বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছিল।

মৌরিটনিয়া বিজয় সম্পন্ন হইবার অল্পকাল পরেই হিশামকে উত্তরাধিকারী নির্ব্বাচিত করিয়া ৯৭৫ খৃষ্টাব্দের পহেলা অক্টোবর খলীফা দেহরক্ষা করিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর খোজা প্রহরীরা হাকামের ভ্রাতা মুগিরার পক্ষাবলম্বন করিল। কিন্তু মুশ্-হাফী ও আল্-মন্সূর একযোগে বিরুদ্ধ দলের প্রার্থীকে নিহত করিয়া হিশামকেই সিংহাসনে বসাইলেন। মুশ্-হাফী 'হাজেব' বা প্রধান মন্ত্রীর পদ গ্রহণ করিলেন; অরোরার স্পষ্ট অভিপ্রায়ানুসারে আল্-মন্সূর অন্যতম মন্ত্রী নিযুক্ত হইলেন। তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি যুবক-মন্ত্রী এই সময়ও লোক-

প্রিয়তা বৃদ্ধি করিতে কার্পণ্য করিলেন না। নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা তৈল-করের নিষ্পেষণে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল। নব মন্ত্রী-যুগল সেই ঘৃণিত কর উঠাইয়া দিলেন। ধূর্ত্ত আল্-মন্সূর সর্ব্বত্র প্রচার করিয়া দিলেন যে, তাঁহার প্রস্তাবানুসারেই উক্ত কর রহিত হইয়াছে। ফলে দরিদ্রেরা তাঁহাকে প্রকৃত বন্ধু বলিয়া গ্রহণ করিল। খোজা প্রহরীরা নব-প্রতিষ্ঠিত রাজশক্তির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হওয়ায় তাহাদের অধিকাংশকে নিহত বা নির্ব্বাসিত করা হইল। ইহাদের উদ্ধত ব্যবহার ও উৎপীড়নের দরুণ কর্দোভার লোকেরা তাহাদিগকে নিরতিশয় ঘৃণার চক্ষে নিরীক্ষণ করিত। নবীন মন্ত্রীদ্বয় তাহাদিগকে দমন করায় তাঁহারা অত্যন্ত জন-প্রিয় হইয়া পড়িলেন।

একযোগে কার্য্য করিলেও মুশ্-হাফীর সহিত আল্-মন্সূরের আন্তরিক সদ্ভাব ছিল না। মুশ্-হাফীর দুর্ব্বলতা ও অযোগ্যতার জন্য আল্-মন্সূর তাঁহার প্রতি গোপনে ঘৃণার ভাব পোষণ করিতেন; ইচ্ছার বিরুদ্ধে মুগিরার হত্যাকাণ্ডে যোগদান করিতে বাধ্য হওয়ায় তৎপ্রতি তাঁহার ঘৃণার মাত্রা আরও বর্দ্ধিত হইয়াছিল। অবশ্য রাজ্যের উপকার ও স্বার্থসিদ্ধির জন্য আল্-মন্সূর যে কোন অন্যায় কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে প্রস্তুত ছিলেন।

কিন্তু নিরর্থক রক্তপাতে তিনি বরাবরই হস্ত সঙ্কুচিত রাখিতেন। স্বীয় পদোন্নতির জন্য মুশ্-হাফীকে ধ্বংস করা তাঁহার পক্ষে অপরিহার্য্য ছিল; তৎসঙ্গে ঘৃণা ও বিরক্তি আসিয়া যত শীঘ্র সম্ভব প্রধান মন্ত্রীর ক্ষমতানাশে আল্-মন্সূরকে উত্তেজিত করিয়া তুলিল।

কিন্তু মুশ্-হাফীর ন্যায় ক্ষমতাশালী লোকের সর্ব্বনাশ সাধনের পথ নিতান্ত সহজ ছিল না। বরং তাহাতে ভীষণ বিপৎপাতের সম্ভাবনা ছিল। জনতা বিদ্রোহী হইয়া যে কোন মুহূর্ত্তে তাঁহাকে ধূলিসাৎ করিতে পারিত। সর্ব্বতোভাবে জনসাধারণ ও সেনাদলের প্রিয়-পাত্র হইতে না পারিলে এইরূপ গুরুতর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে যাওয়া সম্পূর্ণ বাতুলতা হইবে বুঝিতে পারিয়া আল্-মন্সূর সুযোগের প্রতীক্ষায় রহিলেন। সুযোগও শীঘ্রই জুটিয়া গেল। যুবক-মন্ত্রী সাহসের সহিত সে সুযোগের যথোচিত ব্যবহার করিলেন।

দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত উত্তরাঞ্চলের খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযান প্রেরিত না হওয়ায় তাহারা সাহসী হইয়া উঠিয়াছিল। তাহারা এমন কি কর্দোভার নিকটবর্ত্তী স্থানেও লুণ্ঠন আরম্ভ করিয়া দিয়াছিল। যুদ্ধকার্য্যে অভিজ্ঞতা না থাকায় মুশ্-হাফী তাহাদিগকে দমন

করিবার জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারিতেছিলেন না। সামরিক ব্যাপারে আল-মন্‌সূরেরও অধিকতর অভিজ্ঞতা ছিল না। কিন্তু তিনি অতি প্রাচীন বংশ-সম্ভূত; যে অত্যল্প সংখ্যক আরব প্রথম স্পেনাভিযানে তারেক ও তদীয় বার্ব্বারগণের সহযাত্রী হইয়াছিলেন, আল্-মন্‌সূরের পূর্ব্বপুরুষ তাঁহাদের অন্যতম। কাজেই পরামর্শ-সভায় যখন কেহই সেনাপতিত্বের দায়িত্ব গ্রহণে সাহসী হইলেন না, তখন মুহূর্ত্তমাত্র ইতস্ততঃ কিম্বা স্বীয় ক্ষমতায় বিন্দুমাত্রও অবিশ্বাস না করিয়া আল্-মন্‌সূর প্রকাশ করিলেন যে, তাঁহাকে লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করিলে তিনি সৈন্য চালনার ভার গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছেন। জনৈক মন্ত্রী তাঁহার উক্তির প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন, "আপনি অত্যধিক অর্থ দাবী করিতেছেন।" আল্-মন্‌সূর উত্তর করিলেন, "বেশ, আপনাকে দুই লক্ষ মুদ্রা দেওয়া যাইতেছে; সাহস থাকে ত অগ্রসর হউন।" কিন্তু মন্ত্রীবর সাহসী না হওয়ায় আল্-মন্‌সূরের শর্ত্ত স্বীকার করিয়া তাঁহাকেই সেনাপতি করা হইল।

সাম্রাজ্যের সর্ব্বাংশ হইতে উৎকৃষ্ট সৈন্য সংগ্রহ করিয়া দুঃসাহসী যুবক ৯৭৭ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসের শেষভাগে সীমান্ত অতিক্রম করিয়া লস বেনস অবরোধ

বন্দী বিজেতাদের হস্তগত হইল। এই বিজয়ের গৌরব প্রকৃতপক্ষে গালেবের-ই প্রাপ্য। কিন্তু সেই উদার-হৃদয় বীরপুরুষ খলীফাকে পত্র লিখিয়া জানাইলেন যে, তাহাতে তাঁহার কৃতিত্ব কিছুই নাই; যুদ্ধে জয়লাভ আল্-মন্‌সূরের-ই তীক্ষ্ণ বুদ্ধির ফল। আল্-মন্‌সূরের কর্দোভায় উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই এই পত্র খলীফার হস্তগত হইল। তদানীন্তন স্পেনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সেনাপতি এইরূপে আল্-মন্‌সূরের সাহস ও যোগ্যতার প্রশংসা করায় রাজসভাসদ হইতে সাধারণ নাগরিক পর্য্যন্ত সকলেরই দৃঢ় প্রতীতি জন্মিল যে, ভূতপূর্ব্ব কাজীর আল্‌খেল্লার নিম্নে বিরাট সামরিক প্রতিভা লুক্কায়িত ছিল। কাজেই প্রধান মন্ত্রীর পুত্রকে কর্দোভার নগরপালের পদ হইতে অপসৃত করিয়া স্বয়ং তাঁহার স্থানাধিকার করিতে আল্-মন্‌সূরকে কোনই বেগ পাইতে হইল না।

মুশ্-হাফীর পুত্র পিতার প্রভাবেই এই উচ্চপদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; তাঁহার ব্যক্তিগত যোগ্যতা কিছুই ছিল না। সামান্য উৎকোচ পাইলে তিনি জঘন্যতম অপরাধের প্রতি ও অবহেলা প্রদর্শন করিতেন। অর্থাদি অপহরণ বা প্রাণনাশের ভয়ে রাত্রে লোকের নিদ্রা হইত না।

সংক্ষেপে বলিতে গেলে, রাজধানী অপেক্ষা সীমান্ত শহরের লোকেরা অধিকতর নিরাপদে কালযাপন করিতে পারিত। নূতন পদ প্রাপ্ত হইতে না হইতেই আল্-মন্সূর এই শোচনীয় অবস্থার প্রতীকারের জন্য দৃঢ়তম উপায় অবলম্বন করিলেন। যাহারা উৎকোচ গ্রহণ করিবে, তাহাদের প্রতি ভীষণতম দণ্ড দানের ব্যবস্থা হইবে বলিয়া ঘোষিত হইল। প্রভুর কঠোরতা দর্শনে 'পুলিশ' কর্ম্মচারীরা স্ব স্ব কর্ত্তব্যে মনোযোগী হইল। তৎফলে হত্যা ও দস্যুতা বিরল হইতে বিরলতর হইয়া পড়িল। রাজধানীতে আবার শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়া আসিল। লোকে আবার নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাইতে লাগিল। আইন প্রয়োগের ব্যাপারে আল্-মন্সূরের নিকট উচ্চ নীচ বা আত্ম-পর ভেদ ছিল না। আইন অমান্যের অপরাধে তিনি তাঁহার নিজ পুত্রের প্রতি এত কষাঘাতের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন যে, অত্যল্প কাল পরেই তাহার মৃত্যু ঘটিয়াছিল। বস্তুতঃ তাঁহার পূর্ব্বে নগর কখন ও এত সুব্যবস্থিত এবং আইন কখনও এত ন্যায়সঙ্গতভাবে প্রযোজ্য হয় নাই। * এই নীতিতে তাঁহার সুখ্যাতি বর্দ্ধিত

* "...So admirably did he exert his authority, that never had the city been so orderly or the law so justly administered.

হইল। ইতঃপূর্ব্বে তিনি সৈন্যদলের চিত্ত জয় ও জন-সাধারণকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন ; এক্ষণে তিনি আইনের বশবর্ত্তী সমুদয় নাগরিকের শ্রদ্ধা লাভ করিলেন। কাজেই এবার তাঁহার কূটনীতি প্রয়োগের সময় আসিয়াছে বলিয়া আল্-মন্সূরের মনে হইল।

কিন্তু এক নূতন বিপদ আসিয়া জুটিল। স্বীয় অবস্থা অনুভব করিতে মুশ্-হাফীর কষ্ট হয় নাই। কাজেই তিনি আত্ম-মর্য্যাদা রক্ষার জন্য একেবারে নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। নগরের অধিবাসী, সৈন্য বা কর্ম্মচারীদের নিকট হইতে সহানুভূতি প্রাপ্তির কোন-ই সম্ভাবনা নাই দেখিয়া তিনি যে কোন মূল্যে হউক, পূর্ব্ব-শত্রু গালেবের মিত্রতা ক্রয়ে চেষ্টিত হইলেন। বিবিধ প্রলোভনজনক প্রতিশ্রুতিতে গালেবের মনোভাব পরিবর্ত্তিত হইল ; এমন কি তাঁহার কন্যা আস্মার সহিত মুশ্-হাফীর পুত্র ওস্মানের বিবাহের কথাবার্ত্তা ও স্থিরীকৃত হইয়া গেল। আল্-মন্সূর ইহা জানিতে পারিয়া প্রস্তাবিত সম্বন্ধ ব্যর্থ করিয়া দিবার জন্য সর্ব্বপ্রকারে চেষ্টিত হইলেন।

Even his own son was beaten, till he died, because he had transgressed."—Lane-poole : Moors in Spain, 159. Also vide, Dozy, 481.

তাঁহার অনুরোধে দরবারের ক্ষমতাশালী ব্যক্তিরা মুশ্-হাফীর সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করিতে নিষেধ করিয়া গালেবকে পত্র লিখিলেন। এক স্বতন্ত্র পত্রে আল্-মন্সূর তাঁহাকে তাঁহাদের বন্ধুতার ও মুশ্-হাফীর সহিত তাঁহাদের শত্রুতার কথা বিশেষভাবে স্মরণ করাইয়া দিয়া স্বয়ং তাঁহার কন্যার পাণি প্রার্থনা করিলেন। আল্-মন্সূরের প্রস্তাব গৃহীত হইল। উৎফুল্ল যুবক ১৮ই সেপ্টেম্বর আবার খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হইলেন। টলেডোতে ভাবী শ্বশুরের সেনাদলের সহিত যোগদান করত তিনি সালামাঙ্কার দুইটী দুর্গ ও উপনগর অধিকার করিয়া লইলেন। রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে তাঁহাকে 'জুল্-উজারাতায়ন' উপাধি প্রদত্ত এবং তাঁহার মাসিক বেতন অশীতি স্বর্ণমুদ্রা নির্দ্দিষ্ট হইল। স্বয়ং 'হাজেব' ও এতদপেক্ষা অধিক বেতন পাইতেন না।

বিবাহের তারিখ নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিল। গালেব রাজধানীতে উপস্থিত হইলে তাঁহাকে 'হাজেব' উপাধি প্রদান করিয়া সম্মানিত করা হইল। ফলে তিনিই রাজ্য মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজকর্ম্মচারী হইলেন। নব-বর্ষ দিবসে বিবাহ হইল। খলীফা স্বয়ং বিবাহের সমুদয় ব্যয় নির্ব্বাহ করিলেন; ভোজনের আড়ম্বরের তুলনা

ছিল না ; স্বামীগৃহে গমন কালে যে সুসজ্জিত অনুচরদল ওস্‌মার সহগমন করিল, তাহা সম্পূর্ণ অদৃষ্ট-পূর্ব্ব।

এইরূপে আল্-মন্‌সূর কেবল যে স্বীয় ঘৃণিত প্রতিদ্বন্দ্বীর সমুদয় চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দিলেন, তাহা নহে ; তিনি তদপেক্ষা ও ক্ষমতাশালী হইয়া পড়িলেন। অর্জ্জিত ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে তিনি বিলম্ব করিলেন না। ৯৭৮ খৃষ্টাব্দের ২৬ শে মার্চ্চ সোমবার মুশ্-হাফী তাঁহার পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্রগণ সহ তহবিল তসরুপের অপরাধে ধৃত ও পদচ্যুত হইলেন। বিচারে অপরাধী প্রমাণিত হওয়ায় তাঁহার সমুদয় সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হইয়া গেল। কখনও বন্দী, কখনও বা বন্ধন-মুক্ত অবস্থায় চরম দৈন্যের মধ্যে আল্-মন্‌সূরের পদতলে বসিয়া পাঁচ বৎসর কাল দুঃখময় জীবন যাপন করিয়া স্পেনের ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রীর মৃত্যু হইল।

যে দিন মুশ্-হাফীকে পদচ্যুত করা হইল, সে দিন-ই আল্-মন্‌সূর তাঁহার স্থানাধিকার করিলেন। ফলে তাঁহার ক্ষমতা এত বর্দ্ধিত হইল যে, তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করা বাতুলতা ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। তথাপি বিরুদ্ধবাদীর অভাব হইল না। 'প্রিভি কাউন্সিলে'র সভাপতি আবদুল মালেক, ভূতপূর্ব্ব কোষাধ্যক্ষ জৌদার,

নগরপাল জিয়াদ-বিন্-আফ্‌লাশ, প্রতিভাশালী কবি রামাদী এবং কতিপয় কাজী, মোল্লা ও শিক্ষিত ব্যক্তি খলীফা ও আল্-মন্‌সূরের বিরুদ্ধে এক বিরাট ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইলেন। কিন্তু খলীফাকে হত্যা করিতে যাইয়া জৌদার ধৃত হইল; অন্যান্য অপরাধীরা ও বা'দ পড়িল না। জৌদার ও আবদুল মালেক মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন; বন্ধুবান্ধবদের অনুরোধে রামাদীকে কর্দোভায় বাস করিবার অনুমতি প্রদত্ত হইল; কিন্তু তাঁহার সহিত বাক্যালাপ করিতে লোকদিগকে নিষেধ করিয়া দেওয়া হইল। অবশ্য পরে এই অনুজ্ঞা প্রত্যাহার করা হইয়াছিল।

এই ষড়যন্ত্রের ফলে আল্-মন্‌সূর বুঝিতে পারিলেন যে, শিক্ষিত ও মোল্লা সম্প্রদায়ের মধ্যে তাঁহার যথেষ্ট শত্রু আছে। অতঃপর তিনি তাঁহাদের সহিত মিত্রতা স্থাপনে বিন্দু মাত্র সময়ও নষ্ট করিলেন না। আকিলী, জোবায়দী প্রভৃতি প্রধান প্রধান মোল্লাদিগকে ডাকাইয়া আনিয়া তিনি তাঁহাদিগকে বিপজ্জনক ও ধর্ম্ম-বিরোধী দার্শনিক গ্রন্থসমূহের একটী তালিকা প্রস্তুত করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। যথাসময়ে নির্দ্দেশিত তালিকা প্রস্তুত হইয়া আসিলে আল্-মন্‌সূর সর্ব্বজন-

সমক্ষে ঐ গ্রন্থগুলি অগ্নি সংযোগে ভস্মীভূত করিয়া ফেলিলেন ; স্বীয় উৎসাহ প্রদর্শনের জন্য তিনি কয়েকটী পুস্তকে স্বহস্তে অগ্নি প্রদান করিলেন। ব্যক্তিগতভাবে তাঁহার মত উদার এবং দার্শনিক সিদ্ধান্তের প্রতি তাঁহার পূর্ণ শ্রদ্ধা ছিল। তথাপি স্বীয় পথ নিষ্কণ্টক করিবার জন্য তিনি এই সহজ উপায় অবলম্বন করিলেন এবং ইহাতে এতই সফলকাম হইলেন যে, তখন হইতে মোল্লা-সম্প্রদায় তাঁহাকে নিজেদের নেতা বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন ; তাঁহারা আর কখনও তাঁহার বিরুদ্ধে কোন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন নাই।

মোল্লাদের উপর প্রাধান্য স্থাপন করিয়া আল্-মন্সূর খলীফার প্রতি নেক্-দৃষ্টি করিলেন। তাঁহার অবিশ্রান্ত চেষ্টায় হিশাম পূর্ব্ব হইতেই রাজকার্য্য হইতে দূরে থাকিয়া ধর্ম্ম-কর্ম্মে কালাতিপাত করিতেছিলেন। কিন্তু বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার বিচার-বুদ্ধি বর্দ্ধিত হইতে-ছিল। যে কোন তীক্ষ্ণবুদ্ধি উচ্চাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি তাঁহাকে বশে আনিয়া নিমেষে আল্-মন্সূরের ক্ষমতা বিনষ্ট করিয়া দিতে পারিতেন। এই বিপদ নিবারণের জন্য তিনি দুই বৎসরের মধ্যে কর্দোভার পূর্ব্বদিকে জহিরা নামে এক নূতন উপনগর প্রস্তুত করাইয়া তথায়

রাজকার্য্যালয় স্থানান্তরিত করিলেন। তাঁহার জন্য সেখানে এক বিরাট প্রাসাদ প্রস্তুত হইল; বণিক ও উচ্চ শ্রেণীর লোকেরা তদ্দিকে আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন। ফলে অনতিকাল মধ্যে জহিরা ও কর্দোভার মধ্যে এত উপনগরের উৎপত্তি হইল যে, উভয় নগরী পরস্পরের সহিত সংযুক্ত হইয়া গেল। এত করিয়াও আল্-মন্সূর তৃপ্ত হইতে পারিলেন না। তিনি খলীফাকে বহির্জ্জগতের সহিত যতদূর সম্ভব সম্পর্কশূন্য করিয়া রাখিবার ব্যবস্থা করিলেন। প্রহরী ও গুপ্তচরেরা তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া রাখিল; তাঁহার প্রাসাদের চতুর্দ্দিকে একটী প্রাচীর ও পরিখা প্রস্তুত হইল; প্রকৃত পক্ষে তিনি স্বীয় প্রাসাদে বন্দী হইয়া রহিলেন।

কিন্তু এই ব্যবস্থা রাজভক্ত গালেবের মনঃপুত হইল না। কাজেই শ্বশুরের সহিত জামাতার সংগ্রাম অনিবার্য্য হইয়া উঠিল। রাজকর্ম্মচারী হিসাবে আল্-মন্সূরের পরেই গালেবের স্থান; তদুপরি সৈন্য-দলের উপর তাঁহার প্রায়শঃ অপ্রতিহত প্রভাব ছিল। কাজেই গালেব মুশ্-হাফীর ন্যায় সাধারণ প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন না। কিন্তু আল্-মন্সূর পশ্চাৎপদ হইবার পাত্র নহেন। যাহাতে তিনি হস্তক্ষেপ করিতেন, এই

লৌহ-চিত্ত লোকটী বরাবর স্বীয় সঙ্কল্প অটল রাখিয়া তাহাই সম্পন্ন করিতেন। ফিকির উদ্ভাবনে তাঁহার মস্তিষ্ক বরাবরই উর্ব্বর ছিল। তিনি এত সাবধানে স্বীয় মতলব সিদ্ধির ব্যবস্থা করিতেন যে, কখনও তাহা ব্যর্থ হইত না। উপস্থিত ক্ষেত্রেও তাঁহার অব্যর্থ ফিকিরের অভাব ঘটিল না।

তিনি দেখিতে পাইলেন, সৈন্যদলের মধ্যেই গালেবের ক্ষমতা নিহিত। সামরিক অভিজ্ঞতা না থাকা সত্ত্বেও খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে প্রেরিত যুদ্ধাভিযানের পরিচালনা-ভার গ্রহণে সাহসী হইয়াছিলেন বলিয়া সৈন্যদল আল্-মন্সূরের প্রশংসা করিত। তদীয় সদাশয়তার জন্য তাহারা তাঁহাকে ভক্তিও করিত। কিন্তু যুদ্ধবিদ্যায় সুশিক্ষিত এবং ব্যক্তিগত শৌর্য্যে অজেয় প্রকৃত যোদ্ধার আদর্শ বলিয়া গালেব তাহাদের অধিকতর ভক্তি ও প্রীতির পাত্র ছিলেন। মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব না করিয়া সুচতুর উজীর গালেবের প্রভাব হ্রাসের উদ্দেশ্যে সৈন্যদলের সংস্কার আরম্ভ করিয়া দিলেন।

অবশ্য এই কার্য্যে আল্-মন্সূরের একটী মহৎ উদ্দেশ্য ছিল; তিনি স্পেনকে ইউরোপের অন্যতম শ্রেষ্ঠশক্তিতে পরিণত করিতে চাহিয়াছিলেন। স্পেনীয়

আরবদের দ্বারা তখন সৈন্যদল গঠিত হইত। তাহারা কোন উদ্দেশ্য সাধনেরই উপযুক্ত ছিল না। বিলাসিতা ও মৃদু জলবায়ুর দরুণ তাহাদের সামরিক শক্তি হ্রাস প্রাপ্ত হইয়া গিয়াছিল; এইরূপ সৈন্যের সাহায্যে ইউরোপের রাজনৈতিক জগতে প্রভাব বিস্তার করা সম্ভবপর ছিল না। তদুপরি সেনাপতিদের হস্তে অত্যধিক ক্ষমতা নিহিত ছিল; প্রচলিত রীত্যনুসারে গুরুতর প্রয়োজন ব্যতীত খলীফা সীমান্ত-বাহিনী আহ্বান করিতে পারিতেন না। কাজেই গালেব প্রায়শঃ অপ্রতিহত ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া সৈন্যেরা যে আল্-মন্সূরের পক্ষাবলম্বন করিবে, এরূপ মনে করিবার কোনই কারণ ছিল না। সুতরাং আল্-মন্সূর বিদেশ হইতে নূতন সৈন্য সংগ্রহে চেষ্টিত হইলেন। মৌরিটনিয়া ও খৃষ্টান-স্পেন ইহার উপযুক্ত ক্ষেত্র বলিয়া বিবেচিত হইল।

আল্-মন্সূরের সাদর আহ্বানে 'জাবে'র রাজ্যচ্যুত শাহ্জাদা জাফর ষষ্ঠ শত বার্ব্বার সৈন্য সহ আন্দালুসিয়ায় অবতীর্ণ হইলেন। আল্-মন্সূর তাহাদের প্রতি অতুল সদাশয়তা প্রদর্শন করিলেন। তাহাদিগকে উচ্চ বেতন দানের ব্যবস্থা হইল। বাসের জন্য তাহারা যে মনোরম

প্রাসাদ প্রাপ্ত হইল, স্বপ্নে ও তাহারা তদ্রূপ বাসভবন প্রাপ্তির কল্পনা করিতে পারিত না। শীঘ্রই তাহারা অত্যন্ত লোভী হইয়া উঠিল। কিন্তু তাহাদের দাবী যতই অধিক হউক না কেন, আল্-মন্‌সূর কখনও তাহা পূর্ণ করিতে বিমুখ হইতেন না। একদা তিনি সৈন্যদল পরিদর্শন করিতেছিলেন, এমন সময় ওয়াঞ্জেমার নামক জনৈক বার্ব্বার কর্ম্মচারী তাঁহাকে জানাইলেন, "প্রভু, আমাকে খোলা জায়গায় রাত্রি যাপন করিতে হইতেছে; সুতরাং আমার মস্তকোপরি একটি ছাদ নির্ম্মাণ করিয়া দেওয়ার আজ্ঞা হউক"। আল-মন্‌সূর বলিলেন, "এ কি কথা! আমি তোমাকে যে গৃহ দান করিয়াছিলাম, তুমি কি তাহা হস্তান্তরিত করিয়া ফেলিয়াছ? ওয়াঞ্জেমার উত্তর করিলেন, "প্রভো, অতিরিক্ত সদাশয়তা দেখাইয়া আপনি আমাকে গৃহ হইতে বিতাড়িত করিয়া দিয়াছেন! আপনি আমাকে যে জমি দান করিয়াছেন, তাহা এত বেশী যে, শস্যে আমার গৃহের সমুদয় কক্ষ পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে; শয়নের জন্য একটু স্থান ও খালী নাই। আপনি হয়ত বলিবেন, শস্যের জন্য যখন স্থানাভাব হইতেছে, তখন কিছু শস্য ফেলিয়া দিলেই পার। কিন্তু স্মরণ রাখিবেন, আমি বার্ব্বার—কিছুকাল পূর্ব্বে আমি

কপর্দ্দকহীন ছিলাম, এমন কি অনাহারে মরণোন্মুখ হইয়াছিলাম। সুতরাং আপনি সহজেই বুঝিতে পারিতেছেন যে, একটী শস্য ফেলিয়া দিবার পূর্ব্বে আমাকে দুই বার ভাবিতে হয়!" এতচ্ছ্রবণে আল্-মন্সূর তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে একটী সুন্দর অট্টালিকা প্রদান করিলেন।

খৃষ্টান-স্পেনও আল্-মন্সূরকে উৎকৃষ্ট সৈন্য সরবরাহ করিল। উচ্চ বেতনের লোভে আকৃষ্ট হইয়া লিওন, ন্যাভার ও ক্যাষ্টাইলের দরিদ্র খৃষ্টানেরা আগ্রহে আল্-মন্সূরের সৈন্যশ্রেণীভুক্ত হইল। স্বদেশে ন্যায়বিচার প্রাপ্তি তাহাদের ভাগ্যে সচরাচর ঘটিয়া উঠিত না।* কাজেই আল্-মন্সূরের সদাশয়তা ও ন্যায়পরায়ণতা দর্শনে তাহারা তাঁহাকে দেবতা বলিয়া মনে করিল। তাহাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণের জন্য আল্-মন্সূর এমন কি তাহাদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শনেও কুণ্ঠিত হইতেন না। তিনি জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সৈন্যদের জন্য রবিবার ছুটির দিন নির্দ্ধারিত করিলেন; খৃষ্টান ও মোসলমানের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইলে খৃষ্টান-ই তাঁহার অনুগ্রহ লাভ করিত। এমতাবস্থায় তাহারা যে বার্ব্বারদের

* "... justice was a scarce commodity in their own country."—Dozy, 495.

ন্যায় আল্-মন্সূরের ভক্ত হইবে, তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই। রাজকোষ হইতে বেতন প্রাপ্ত হইলে ও তাহারা সাম্রাজ্যের ভৃত্য ছিল না; আল্-মন্সূর-ই তাহাদের প্রভু ছিলেন; আল্-মন্সূরের উপর-ই তাহাদের সৌভাগ্য নির্ভর করিত। এক কথায় বলিতে গেলে, সর্ব্ববিষয়ে তাহারা আল্-মন্সূরের-ই "লোক" ছিল।

এইরূপে আসন্ন সংগ্রামের উপাদান সংগ্রহে ব্যাপৃত থাকা কালে আল্-মন্সূর তাঁহার শ্বশুরের সহিত বাহ্যতঃ সদ্ভাব রক্ষা করিয়া চলিতেছিলেন। কিন্তু এই সমুদয় সংস্কারের উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম করিতে গালেবের কষ্ট হয় নাই। এক দিবস গালেব জামাতাকে তীব্র ভৎর্সনা করিলেন। আল্-মন্সূরও তুল্য তীব্রভাবে তাহার প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন। শেষে গালেব ক্রুদ্ধ হইয়া আল্-মন্সূরকে তরবারি দ্বারা আক্রমণ করিয়া বসিলেন। আল্-মন্সূর আহত হইলেন; কিন্তু কয়েক জন কর্ম্মচারী বাধা দান করায় ব্যাপার অধিক দূর গড়াইতে পারিল না।

এই ব্যাপারের পর শ্বশুর-জামাতার মধ্যে প্রকাশ্য যুদ্ধ আরম্ভ হইতে বিলম্ব হইল না। গালেব খলীফার অধিকার রক্ষার জন্য সংগ্রামে অবতীর্ণ হইলেন; সৈন্য-

দলের কিয়দংশ তাঁহার সহিত যোগদান করিল; লিওন হইতেও তিনি সাহায্য প্রাপ্ত হইলেন। উভয় পক্ষে বহু যুদ্ধ হইল। কিন্তু পরিশেষে আল্-মন্‌সূর-ই জয়ী হইলেন। গালেব যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জ্জন করিলেন (৯৮১)।

লিওনীয়েরা গালেবের সাহায্য করায় আল্-মন্‌সূর তাহাদিগকে আদর্শ শাস্তি দানে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইলেন। কেবল স্বার্থপরতা নহে, বরং স্বদেশহিতৈষিতাও যে তাঁহাকে সৈন্য সংস্কারে প্ররোচিত করিয়াছিল, স্বদেশ-বাসীদের নিকট তাহা প্রমাণিত করিতেও তিনি আগ্রহান্বিত ছিলেন। কাজেই তিনি লিওন আক্রমণ করিলেন। তাঁহার সৈন্যেরা জুলাই মাসে জামোরা লুণ্ঠন করিল; চারি সহস্র খৃষ্টান নিহত হইল। তৃতীয় রেমিরো ক্যাষ্টাইলের কাউণ্ট গার্সিয়া ও ন্যাভারের রাজার সহিত মিলিত হইয়া রুয়েদায় আল্-মন্‌সূরকে যুদ্ধ দান করিলেন। কিন্তু তাঁহারা পরাজিত হইলেন; বিখ্যাত দুর্গ সিমাঙ্কাস মোসলমানদের হস্তে পতিত হইল; প্রায় সমুদয় সৈন্যই যুদ্ধে প্রাণ ত্যাগ করিল; বিজেতাদের হস্তে বন্দী হইবার জন্য অত্যল্প লোকই অবশিষ্ট রহিল। অতঃপর আল্-মন্‌সূর লিওনাভিমুখে

যাত্রা করিলেন। রেমিরো তাঁহার অগ্রগতি রোধের জন্য নগর হইতে বহির্গত হইলেন। ভাগ্য তাঁহার প্রতি প্রসন্ন বলিয়া বোধ হইল; তিনি মোসলমান-দিগকে তাহাদের শিবিরের দিকে বিতাড়িত করিয়া দিলেন। তাঁহার সৈন্যগণকে ভয়বিহ্বল হইয়া পলায়ন করিতে দেখিয়া আল্-মন্‌সূর ক্রোধ ও বিরক্তিতে কাঁপিতে লাগিলেন এবং সিংহাসন হইতে নামিয়া পড়িয়া স্বুবর্ণ শিরস্ত্রাণ দূরে নিক্ষেপ করত ধূলির উপরে উপবেশন করিলেন। সৈন্যদের নিকট সেনাপতির এই নৈরাশ্যব্যঞ্জক ভাবভঙ্গীর অর্থ সুস্পষ্ট ছিল; তাঁহার নগ্ন মস্তক তাহাদের মধ্যে যাদুমন্ত্রের ন্যায় কার্য্য করিল। লজ্জিত ও অনুতপ্ত সৈন্যেরা সহসা পশ্চাদ্দিকে ফিরিয়া বজ্রনাদে খৃষ্টানদের উপর আপতিত হইল এবং তাহা-দিগকে লিওনের দ্বারদেশ পর্য্যন্ত তাড়াইয়া লইয়া গেল; সহসা ভীষণ ঝঞ্ঝা ও তুষারপাত আরম্ভ না হইলে তাহারা সে দিন কিছুতেই নগর অধিকার না করিয়া ছাড়িত না।

শীতঋতু সমীপবর্ত্তী হইয়া পড়ায় আল্-মন্‌সূর রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তিনিই এখন রাজ্য-মধ্যে সর্ব্বেসর্ব্বা হইলেন। তিনি প্রত্যেকটী রাজকীয় অধিকারের দাবী করিতে লাগিলেন। তাঁহার সম্মুখে

আসিলে প্রত্যেককে—এমন কি উজীর এবং শাহ্‌জাদা-গণকে ও তাঁহার হস্ত চুম্বন করিতে হইত। তাঁহার অনুগ্রহ লাভের জন্য লোকে এত লালায়িত ছিল যে, তাহারা এমন কি তাঁহার দুগ্ধপোষ্য শিশুদের হস্ত পর্য্যন্ত সসম্মানে চুম্বন করিত।

কেবল একটীমাত্র লোক তখন না হইলেও ভবিষ্যতে আল্-মন্‌সূরের পক্ষে বিপজ্জনক হইতে পারিতেন। কাজেই নিরবচ্ছিন্ন ক্ষমতা নাশের আশঙ্কায় তিনি এই ভাবী কণ্টকটীকেও উৎপাটন করিতে মনস্থ করিলেন। শাহ্‌জাদা জাফর বংশ-মর্য্যাদা ও সামরিক খ্যাতিতে আল্-মন্‌সূর ও আমীরদের ঈর্ষ্যার উদ্রেক করিয়াছিলেন। এক রাত্রে তিনি আল্-মন্‌সূরের প্রাসাদে নিমন্ত্রিত হইলেন। সেখানে তাঁহাকে অতিরিক্ত মদ্য পান করান হইল। স্বীয় আবাসে প্রত্যাবর্ত্তন কালে হতভাগ্য গুপ্তঘাতকের অস্ত্রাঘাতে প্রাণ বিসর্জ্জন দিলেন (জানুয়ারী ২২, ৯৮৩)। আল্-মন্‌সূর নিজকে নিরাপদ বলিয়া মনে করিলেন।

তাঁহার লিওনাভিযান তৃতীয় রেমিরোর পক্ষে সর্ব্ব-নাশকর বলিয়া প্রমাণিত হইল। তাঁহাকে দুর্ভাগ্য মনে করিয়া লিওনের অভিজাতেরা ৯৮২ খৃষ্টাব্দের ১৫ই

অক্টোবর বার্ম্মোডো নামক তাঁহার এক জ্ঞাতির মস্তকে রাজমুকুট পরাইয়া দিলেন। সিংহাসন পুনরুদ্ধারের জন্য বারংবার বৃথা চেষ্টা করিয়া তিনি অবশেষে আল্-মন্‌সূরের প্রভুত্ব মানিয়া লইয়া তাঁহার সাহায্য ভিক্ষা করিলেন। কিন্তু শীঘ্রই রেমিরোর মৃত্যু হইল (জুন ২৬, ৯৮৪)। তৎপরে তাঁহার মাতা মোসলমানদের সাহায্যে রাজ্য শাসনের চেষ্টা পাইলেন। কিন্তু বার্ম্মোডো তখন চতুর হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি আল্-মন্‌সূরকে অধিকতর সুবিধা দানের অঙ্গীকার করিলেন। ফলে হাজেব তাঁহার পক্ষাবলম্বন করিলেন। এইরূপে সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া বার্ম্মোডো সমগ্র রাজ্য নিজ শাসনে আনয়নে সমর্থ হইলেন। একদল মোসলমান সৈন্য লিওনে থাকিয়া তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণ করিতে লাগিল। লিওনকে করদ রাজ্যে পরিণত করিয়া আল্-মন্‌সূর ক্যাটালোনিয়ার দিকে স্বীয় বাহিনী পরিচালনা করিতে মনস্থ করিলেন। এই রাজ্যের কাউণ্ট ফরাসী রাজের 'জায়গীরদার' ছিলেন বলিয়া ফ্রান্সের সহিত সঙ্ঘর্ষের আশঙ্কায় খলীফারা তাঁহাকে সম্মান করিয়া চলিতেন। কিন্তু আল্-মন্‌সূর ভিন্ন উপাদানে গঠিত ছিলেন। এক বিরাট বাহিনী সমবেত করিয়া তিনি ৯৮৫ খৃষ্টাব্দের ৫ই অক্টোবর

কর্দোভা হইতে বহির্গত হইলেন। তাঁহার প্রশংসা কীর্ত্তনের জন্য চল্লিশ জন বেতনভোগী কবি তাঁহার সঙ্গে চলিলেন। এলভিরা, বাজা ও লোর্সা অতিক্রম করিয়া তিনি মুর্সিয়ায় প্রবেশ করিলেন এবং তথাকার বিখ্যাত জমিদার ইব্‌নে-খাত্তাবের অতিথি হইলেন। ইব্‌নে-খাত্তাব যেমন ধনী, তেমনি মুক্তহস্ত ছিলেন। তের দিন পর্য্যন্ত তিনি সানুচর আল্-মন্‌সূর ও তদীয় বিশাল বাহিনীর অতিথি-সৎকার করিলেন। হাজেবের টেবিলে একই খাদ্য বা একই সাজসজ্জা কদাপি দুই বার পরিদৃষ্ট হইত। এমন কি এক দিন তিনি আল্-মন্‌সূরকে গোলাপজলে স্নান করাইবার ব্যবস্থা করিলেন। বিস্মিত ও কৃতজ্ঞ হাজেব কেবল পঞ্চমুখে তাঁহার প্রশংসা করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না; তিনি তাঁহার রাজস্বের পরিমাণ হ্রাস করিয়া দিলেন ও তাঁহার প্রতি অধিক সম্মান প্রদর্শন করিবার জন্য স্থানীয় ম্যাজিষ্ট্রেটগণকে আদেশ প্রদান করিলেন।

মুর্সিয়া পরিত্যাগ করিয়া আল-মন্‌সূর ক্যাটালোনিয়ার দিকে অগ্রসর হইলেন। কাউণ্ট বোরেলকে পরাজিত করিয়া তিনি পহেলা জুলাই বুধবার বার্সিলোনার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। পরবর্ত্তী সোমবার তাঁহার সৈন্যেরা

রাজধানী অধিকার করিয়া উহা লুণ্ঠন করত অগ্নিমুখে সমর্পণ করিল।

ইহা আল্-মন্‌সূরের ত্রয়োবিংশ অভিযান। এই অভিযান হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে না করিতেই চির-অক্লান্ত বিজিগীষু হাজেবের দৃষ্টি মৌরিটনিয়ার উপর নিপতিত হইল। খলীফা দ্বিতীয় হাকাম এই প্রদেশ স্পেন-সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। রাজ্য-চ্যুত রাজা ইবু-কেন্নূন কিয়ৎকাল কর্দোভায় অবস্থান করেন। মৌরিটনিয়ায় প্রবেশ করিবেন না, এই প্রতিশ্রুতিতে তিনি মুশ্-হাফীর নিকট হইতে তিউনিসে বাস করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হন। কিন্তু সেখানে উপস্থিত হইয়াই তিনি হৃত-রাজ্য পুনরুদ্ধারের জন্য মিসরের ফাতেমীয়া খলীফার শরণাপন্ন হইলেন। দশ বৎসর পরে খলীফা তাঁহার প্রার্থনার প্রতি মনোযোগ প্রদান করিলেন। তাঁহার অর্থ ও সৈন্য সাহায্যে ইবু-কেন্নূন বহু বার্ব্বার সর্দ্দারকে বশ্যতা স্বীকার করাইলেন। আল্-মনসূর ইহা সহ্য করিতে পারিলেন না। তাঁহার আত্মীয় এস্কেলেজা এক বিরাট বাহিনী লইয়া আফ্রিকায় উপস্থিত হইলেন। সামান্য বাধা দানের পর তাঁহাকে পূর্ব্বের ন্যায় কর্দোভায় বাস করিতে দেওয়া হইবে, এই শর্ত্তে ইবু-কেন্নূন আত্ম-

সমর্পণ করিলেন। কিন্তু আল্-মন্সূর সেই বিশ্বাসঘাতককে ক্ষমা করিতে রাজী হইলেন না। আলজেকিরাস হইতে কর্দোভায় গমন-পথে তাঁহাকে ফাঁসীকাষ্ঠে বিলম্বিত করা হইল।

ইবে্ন-কেন্নূনের ফাঁসীর ফলে চারিদিকে অসন্তোষের আগুন জ্বলিয়া উঠিল। অপরাধী হইলেও তিনি 'শরীফ' বা আলী (রা) বংশীয় ছিলেন। সাধারণ লোকে এই কার্য্যকে অধর্ম্ম বলিয়া মনে করিল। যে অশিক্ষিত সৈন্যেরা এই আদেশ প্রতিপালন করিয়াছিল, তাহারাও বিবেকের দংশন অনুভব করিল;—বিশেষতঃ ফাঁসীর পরেই সহসা ঘূর্ণীব্যাতা উঠিয়া তাহাদিগকে ভূপাতিত করিয়া ফেলায় উহা দুষ্কার্য্যের দৈব প্রতিফল বলিয়া তাহাদের বিশ্বাস হইল। কেহ কেহ ইহাকে প্রকাশ্যভাবে বিশ্বাস-ঘাতকতা বলিয়া মত প্রকাশ করিল। এস্কেলেজা এমন কি আল্-মন্সূরের ভৃত্যদের সম্মুখে এইরূপ মন্তব্য প্রকাশে সাহসী হইয়াছেন জানিতে পারিয়া তিনি তাঁহাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিলেন। ইহার ফল আরও বিষময় হইল; লোকের বিরক্তি বর্দ্ধিত হইল; ইবে্ন-কেন্নূনের হতাশ আত্মীয়বর্গ এই অসন্তোষ বৃদ্ধি করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লগিলেন। আল্-

মন্‌সূর ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাদিগকে স্পেন ও মৌরিটনিয়া হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া দিলেন।

কিন্তু তিনি বেশ বুঝিতে পারিলেন যে, দণ্ডনীতিতে তাঁহার প্রনষ্ট লোক-প্রিয়তার পুনরুদ্ধার সাধিত হইবে না। অথচ জন-প্রিয় না হইলেও তাঁহার চলিবে না। স্বীয় উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য তিনি এক চমৎকার উপায় অবলম্বন করিলেন। দিগ্বিজয়ী হাজেব মহাড়ম্বরে বড় মস্‌জেদের আয়তন বৃদ্ধি করিতে আরম্ভ করিয়া দিলেন। প্রয়োজনীয় ভূখণ্ডে যাহাদের গৃহ অবস্থিত ছিল, তাহা-দিগকে পৈতৃক বাসভূমি পরিত্যাগে প্ররোচিত করা সহজসাধ্য ছিলনা। কিন্তু এই ব্যাপারে আল্-মন্‌সূর অসাধারণ কৌশল প্রদর্শন করিলেন। প্রত্যেক গৃহ-কর্ত্তাকে তিনি পৃথকভাবে স্বীয় সন্নিকটে ডাকিয়া নিয়া বলিতেন, "বন্ধো, 'কাফের'দের নিকট হইতে আমি যে অর্থ আদায় করিয়া আনিয়াছি, তাহাতে কোষাগার পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। এই অর্থের বিনিময়ে মোসলমান সমাজের উপকারার্থ আমি মস্‌জেদের আকার বৃদ্ধি করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। কাজেই তোমার সম্পত্তির মূল্য কত টাকা হইতে পারে, আমাকে জানাও।" প্রত্যুত্তরে গৃহস্বামী অত্যধিক মূল্য

চাহিয়া বসিত। আল্-মন্‌সূর বলিয়া উঠিতেন, "তুমি অতি সামান্য মূল্যই চাহিয়াছ; আমি তোমাকে ইহার দ্বিগুণ প্রদান করিতেছি।" এই বলিয়া তিনি তাহাকে কেবল যে প্রতিশ্রুত অর্থই প্রদান করিতেন, তাহা নহে; তাহার জন্য অন্যত্র একটী গৃহের ও ব্যবস্থা করিয়া দিতেন। এতদ্‌সত্ত্বেও এক মহিলা দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত তাঁহার গৃহত্যাগে সম্মত হইলেন না। তাঁহার উদ্যানে একটী সুন্দর তাল বৃক্ষ ছিল; তিনি উহার প্রতি অত্যধিক অনুরক্তা ছিলেন। অবশেষে তিনি প্রকাশ করিলেন যে, তাঁহার জন্য যে নূতন বাড়ী ক্রয় করা হইবে, উহার উদ্যানে যদি ঠিক এইরূপ একটী তাল বৃক্ষ থাকে, তবে তিনি তাঁহার বর্ত্তমান বাসভবন পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত আছেন। এরূপ বাড়ী পাওয়া দুষ্কর হইলেও আল্-মন্‌সূর তাঁহার শর্ত্ত শ্রবণে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "যদি রাজকোষ শূন্য করিতেও হয়, তথাপি তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ করিতেই হইবে।" বহু কষ্টে মহিলাটীর পছন্দানুযায়ী একটী গৃহের অনুসন্ধান মিলিল এবং তাঁহার জন্য উহা বেজায় দামে ক্রয় করা হইল।

আল্-মন্‌সূরের অব্যর্থ নীতির ফল ফলিল। মস্‌জেদের

মধ্যে লোকের স্থান সঙ্কুলান হইতেছিল না; কাজেই উহার আয়তন বৃদ্ধির নিতান্ত প্রয়োজন ছিল। আল্-মন্‌সূর তাহাতে হস্তক্ষেপ করায় সকলেই তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিল; শৃঙ্খলাবদ্ধ বহু খৃষ্টান বন্দীকে স্থান পরিষ্কারে নিযুক্ত করা হইল; ইহার পূর্ব্বে খৃষ্টান-দিগকে কখনও এত অধিক হীনতা স্বীকার করিতে হয় নাই। * তদুপরি তদানীন্তন জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সেনাপতি আল্-মন্‌সূর করাত, কার্ণক ও দারণাস্ত্র লইয়া সাধারণ শ্রমিকের ন্যায় মস্‌জেদে কাজ করিতেন। এবম্বিধ দৃশ্যের সম্মুখে লোকের বিরক্তি-স্বর নীরব হইয়া গেল।

মস্‌জেদের কার্য্য শেষ না হইতেই পুনরায় লিওনের সহিত যুদ্ধ উপস্থিত হইল। তথাকার মোসলমান সৈন্যেরা লীওনীয়দের সহিত বিজিত প্রজার ন্যায় ব্যবহার করিতেছিল। আল্-মন্‌সূরের নিকট অভিযোগ করিয়া ও কোন প্রতীকার না পাওয়ায় ধৈর্য্য-হারা হইয়া রাজা মোসলমানদিগকে দেশ হইতে বাহির করিয়া দিলেন। আল্-মন্‌সূর বার্ম্মোডোকে আর একবার শিক্ষা দিতে

---

* "...never had the unbelievers been so deeply humiliated".— Dozy, 504.

বদ্ধ-পরিকর হইলেন। ৯৮৭ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে তাঁহার সৈন্যেরা কয়েম্ব্রা অধিকার করিয়া তাহা এইরূপে বিধ্বস্ত করিয়া দিল যে, সাত বৎসর পর্য্যন্ত তাহা জনশূন্য অবস্থায় পড়িয়া রহিল। পর বৎসর তাহারা ডুরু নদী অতিক্রম করিয়া ঝঞ্ঝার ন্যায় লিওন রাজ্যে আপতিত হইল। বার্ম্মোডো জামোরার প্রাচীরাভ্যন্তরে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। কিন্তু আল্-মন্সূর জামোরা আক্রমণ না করিয়া খাস রাজধানী অবরোধ করিলেন। কিয়দ্দিবস পরে লিওন অধিকৃত হইল। একটী মাত্র বুরুজ ব্যতীত শহরের সমুদয় দুর্গ-প্রাচীরাদি ভূমিসাৎ করিয়া হাজেব জামোরা বেষ্টন করিয়া ফেলিলেন। বার্ম্মোডো গোপনে পলায়ন করিলেন; ফলে নাগরিকেরা আত্ম-সমর্পণে বাধ্য হইল। প্রায় সমুদয় কাউণ্ট আল্-মন্সূরকে অধিরাজ বলিয়া মানিয়া লইলেন। কেবল সমুদ্রতটবর্ত্তী জেলা সমূহ-ই বার্ম্মোডোর অধীনে রহিল।

কর্দোভায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া আল্-মন্সূর জানিতে পারিলেন যে, তাঁহার বিরুদ্ধে এক বিরাট ষড়যন্ত্র চলিতেছে। উত্তর-পূর্ব্ব সীমান্তের রাজ-প্রতিনিধি আবদুর রহ্মান, টলেডোর শাসনকর্ত্তা "কঠিন-হৃদয়" আব্দুল্লাহ্ —এমন কি তাঁহার অসন্তুষ্ট পুত্র আব্দুল্লাহ্ পর্য্যন্ত

তাহাতে যোগদান করিয়াছেন। অদম্য উজীর সাবধানে প্রথমোক্ত দুইজনকে পদচ্যুত ও বন্দীকৃত করিয়া সদয় ব্যবহারে পুত্রের ভক্তি লাভে চেষ্টিত হইলেন। কিন্তু সমস্তই ব্যর্থ হইল। কনিষ্ঠ ভ্রাতার প্রতি অধিকতর অনুগ্রহ প্রদর্শন করিতেন বলিয়া রুষ্ট যুবক পিতার সহিত সম্বন্ধ ছিন্ন করিতে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন। মাত্র দুইটী বালক-ভৃত্য সহ তিনি ক্যাষ্টাইলে পলায়ন করিয়া তথাকার কাউণ্টের আশ্রয়ে এক বৎসর অবস্থান করিলেন। ক্রুদ্ধ আল্-মন্সূর গার্সিয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হইলেন। কাউণ্ট দুর্য্যোগের পর দুর্য্যোগ ভোগ করিতে লাগিলেন। ৯৮৯ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে আল্-মন্সূর ওস্মা অধিকার করিয়া তথায় একদল মোসলমান সৈন্য স্থাপন করিলেন। অক্টোবরে আল-কোবা ও তাঁহার হস্তচ্যুত হইলে গার্সিয়া শান্তি প্রার্থনা করিতে বাধ্য হইলেন। আল্-মন্সূরের শিবিরে প্রেরিত হইবার সময় পথিমধ্যে প্রহরীরা প্রভুর আদেশানুসারে মতিভ্রষ্ট যুবককে নিহত করিল; আব্দুর রহ্মান ইতঃপূর্ব্বেই চরম দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। কিন্তু "কঠিন-হৃদয়" আব্দুল্লাহ্ বার্ম্মোডোর নিকট পলায়ন করিলেন।

ষড়যন্ত্রকারীদিগকে পদতলে বিমর্দ্দিত করিয়াই আল্-মনসূর পরিতৃপ্ত হইতে পারিলেন না। আবদুল্লাহ্‌কে আশ্রয় দানের অপরাধে তিনি ক্যাষ্টাইলের কাউণ্টের বিরুদ্ধে তৎপুত্র সাঙ্কোকে উত্তেজিত করিয়া উঠাইলেন। অধিকাংশ ক্ষমতাশালী ব্যক্তিদের সহযোগিতায় সাঙ্কো বিদ্রোহ-ধ্বজা উত্তোলন করিলেন; আল্-মন্‌সূর সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার পক্ষাবলম্বন করিয়া ক্লুনিয়া ও সান এষ্টোভান দুর্গ অধিকার করিয়া লইলেন। একদা কবি সা'দ তাঁহাকে একটী রজ্জু-বদ্ধ হরিণ প্রদান করিয়া বলিলেন, "আমার অনুমান সত্য হইবে, এই আশায় আমি ইহাকে 'গার্সিয়া' নাম দিয়াছি।" আশ্চর্য্যের বিষয়, তাঁহার ভবিষ্যদ্বানী সফল হইল; সে দিনই (৯৯৫ খৃষ্টাব্দের ২৫শে মে) গার্সিয়া মোসলেমানদের হস্তে বন্দীকৃত হইলেন। আঘাতের ফলে পাঁচ দিন পরে তাঁহার মৃত্যু ঘটিলে সাঙ্কো নির্ব্বিবাদে পিতৃ-সিংহাসনে আরোহন করিলেন; কিন্তু তিনি মোসলমানদিগকে বার্ষিক কর দানে বাধ্য হইলেন।

অপর এক জন ষড়যন্ত্রকারীকে আশ্রয় দানের অপরাধে আল্-মন্‌সূর সেই বৎসরের শরৎকালেই বার্ম্মোডোকে শাস্তি দানের জন্য যুদ্ধ যাত্রা করিলেন।

রাজ্য-মধ্যে বার্ম্মোডোর কোনই প্রাধান্য ছিল না। অভিজাতেরা প্রকাশ্যভাবে তাঁহার ক্ষমতা অগ্রাহ্য করিয়া চলিতেছিলেন। এমতাবস্থায় সর্ব্বত্র-বিজয়ী আল্-মন্সূরের বিরুদ্ধাচরণ করিতে যাওয়া তাঁহার পক্ষে মূর্খতা ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। শীঘ্রই তাঁহাকে স্বীয় মূর্খতার জন্য অনুতাপ করিতে হইল। মোসলমানেরা তাঁহার নূতন রাজধানী অষ্টোর্গা অধিকার করিয়া লইলে তাঁহার বুদ্ধি ফিরিয়া আসিল। তিনি শান্তি প্রার্থনা করিলেন। আবদুল্লাহ্‌কে প্রত্যর্পণ ও বার্ষিক কর দানের শর্ত্তে তাঁহার প্রার্থনা পূরণ করা হইল।

ক্যারিওনের কাউণ্ট্ গোমেজ আল্-মন্সূরের প্রভুত্ব অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন ; তজ্জন্য তিনি তাঁহার রাজধানী অধিকার করিয়া কর্দোভায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় উষ্ট্রপৃষ্ঠে বসাইয়া আবদুল্লাহ্‌কে সহর প্রদক্ষিণ করাইয়া কারাগারে নিক্ষেপ করা হইল। বন্দখানা হইতে তিনি আল্-মন্সূরের প্রশংসাত্মক কবিতা রচনা করিয়া তাঁহার ক্রোধ শান্তির চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু হাজেব তাঁহাকে ক্ষমা করিতে পারেন নাই। তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বে হতভাগ্যের বন্দী-দশা ঘুচে নাই।

বিশ বৎসর পর্য্যন্ত আল্-মন্সূর কার্য্যতঃ স্পেন-পর্ত্তুগালের রাজা ছিলেন। এবার তিনি নামেও রাজা হইতে ইচ্ছুক হইলেন। ধীরে অথচ সাবধানে তিনি এই লক্ষ্য সাধনেই অগ্রসর হইতেছিলেন। ৯৯১ খৃষ্টাব্দে আল-মন্সূর তাঁহার অষ্টাদশ বর্ষ বয়স্ক পুত্র আবদুল মালেকের সাপক্ষে হাজেব উপাধি পরিত্যাগ করিলেন। পর বৎসর তিনি ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, দলীল-পত্রে খলীফার নামের পরিবর্ত্তে তাঁহার নামের-ই মোহর থাকিবে; এতদ্ব্যতীত তিনি 'মোয়াইয়াদ' পদবী গ্রহণ করিলেন; খলীফারও এই পদবী ছিল। ৯৯৬ খৃষ্টাব্দে তিনি আদেশ করিলেন যে, তিনি ছাড়া আর কেহই সৈয়দ (প্রভু) উপাধি ব্যবহার করিতে পারিবেন না; সঙ্গে সঙ্গে তিনি 'মালেক করীম' বা 'মহৎ রাজা' উপাধি গ্রহণ করিলেন।

আল্-মন্সূর রাজা হইলেন সত্য, কিন্তু খলীফা হইতে পারিলেন না। উমাইয়া বংশের প্রতি সাধারণ প্রজাবর্গ অত্যধিক ভক্তি পোষণ করিত। সত্য বটে, আল্-মনসূর আন্দালুসিয়াকে স্বপ্নাতীত যশঃ-সমৃদ্ধির অধিকারী করিয়াছিলেন; * তথাপি খলীফাকে নজরবন্দী করিয়া রাখায়

* "...Almanzor had brought the country glory and prosperity hitherto undreamed of, ..."—Dozy, 512.

লোকে তাঁহাকে ক্ষমা করিতে পারে নাই। তিনি সিংহাসনে বসিবার চেষ্টা করিলে তৎক্ষণাৎ বিদ্রোহানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া তাঁহাকে সপরিবারে ভস্মীভূত করিয়া ফেলিতে পারিত। আল্-মন্‌সূর ইহা বেশ জানিতেন; তজ্জন্য তিনি আপাততঃ লোভ সংবরণ করিয়া রাখিলেন। এই পথ তাঁহার জন্য মঙ্গলজনক বলিয়া প্রমাণিত হইল। শীঘ্রই তাঁহাকে বিশ্বাস করিতে হইল যে, তাঁহার ক্ষমতা একটী সূক্ষ্ম সূত্রে দোদুল্যমান। অরোরার সহিত তাঁহার পূর্ব্বের ন্যায় সদ্ভাব ছিল না। তজ্জন্য তিনি আল্-মন্‌সূরের প্রাধান্য নাশে বদ্ধ-পরিকর হইলেন। খলীফার হৃত ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের জন্য তিনি জনসাধারণকে উত্তেজিত করিয়া তুলিলেন। তাঁহার দূতবর্গ এমন কি জিব্রাল্টার প্রণালী অতিক্রম করিয়া মৌরিটনিয়ার রাজ-প্রতিনিধি জিরি ইবে্ন-আতিয়াকেও দলভুক্ত করিতে সমর্থ হইল। সমগ্র রাজ্যে আল্-মন্‌সূর একমাত্র জিরিকেই ভয় করিতেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তিনি আল্-মন্‌সূরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলে হাজেব তাঁহাকে উজীর উপাধি প্রদান করেন। কিন্তু এতদ্দ্বারা আল্-মন্‌সূর তাঁহার চিত্ত জয়ে সমর্থ হন নাই। স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করত জিরি হস্তোত্তলন করিয়া বলিলেন, "জননী জন্মভূমি,

আপাততঃ আমিই তোমার মালিক।” কিয়দ্দিবস পরে জনৈক ভৃত্য তাঁহাকে ‘উজীর’ বলিয়া সম্বোধন করিলে তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়া উঠিলেন, “উজীর! কি বলিলি শয়তান? আমি আমীরের পুত্র আমীর, উজীর হইতে যাইব কেন?” আল্-মন্সূরকে তিনি এতই ঘৃণা করিতেন যে, তাঁহার প্রদত্ত উপাধিকেও তিনি অপমান-জনক বলিয়া মনে করিতেন। কিন্তু তথাপি বাহ্যতঃ উভয়ের মধ্যে সদ্ভাব ছিল। এখন তাহা ঘোর শত্রুতায় পরিণত হইল।

আল্-মন্সূর অটল সাহস লইয়া এই ষড়যন্ত্র দমনে অগ্রসর হইলেন। তিনি কৌশলে অরোরার অগোচরে খলীফার সহিত সাক্ষাতের ব্যবস্থা করিলেন। কয়েক মিনিট আলোচনার পরেই তিনি খলীফার উপর এরূপ প্রভাব বিস্তারে সমর্থ হইলেন যে, খলীফা নিজকে ব্যক্তিগতভাবে রাজ্য শাসনের অনুপযুক্ত বলিয়া মত প্রকাশ করিলেন। আল্-মন্সূর মৌখিক কথায় সন্তুষ্ট হইবার লোক ছিলেন না। তিনি তৎক্ষণাৎ এই মর্ম্মে এক দলীল প্রস্তুত করিলেন। বহু বিখ্যাত ব্যক্তির সহিত খলীফা তাহাতে নাম স্বাক্ষর করিলেন। এই দলীলের বলে আল-মনসূর রাজ্য শাসনের অধিকার প্রাপ্ত হইলেন।

"হিতে বিপরীত" হইল ; আল্-মন্সূরের ক্ষমতা নাশের জন্য যে ষড়যন্ত্রের সৃষ্টি, তাহারই ফলে তাঁহার অবৈধ ক্ষমতা বৈধ হইয়া গেল।

ভগ্নান্তঃকরণে অরোরা রাজনীতি পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মচর্চ্চায় নিমগ্ন হইলেন। কিন্তু জিরি অস্ত্র ত্যাগ করিলেন না। তাঁহাকে দমনের জন্য এক সুসজ্জিত বাহিনী যুদ্ধে অবতীর্ণ হইল। এই যুদ্ধ শেষ না করিয়া অন্য যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে যাওয়া অসম্ভব বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু আল্-মন্সূরের অভিধানে "অসম্ভব" বলিয়া কোন শব্দ ছিল না। জিরির বিদ্রোহের সংবাদ অবগত হইয়া বার্ম্মোডো কর প্রেরণ বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। তজ্জন্য আল্-মন্সূর তাঁহাকে যথোপযুক্ত দণ্ড দানে কৃত-সঙ্কল্প হইলেন। তিনি যে একই সময় দুইটী যুদ্ধ করিতে পারেন, জিরি, বার্ম্মোডো ও তাঁহার অন্যান্য শত্রুগণকে তাহা প্রদর্শন করিবার জন্যই হয়ত তিনি এই অভিযানে বহির্গত হইয়াছিলেন। যাহা হউক, আল্-মন্সূর তাঁহার ক্ষমতা সম্বন্ধে অতিরিক্ত ধারণা করেন নাই। এই চির-জয়ী উজীর তাঁহার সুদীর্ঘ শাসনকালে যত অভিযান পরিচালনা করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিখ্যাত।

পবিত্রতার হিসাবে রোমের পরে ইউরোপের অপর কোন নগরই কম্পোষ্টেলা অপেক্ষা অধিকতর বিখ্যাত ছিল না। এস্থানে এত অধিক তীর্থযাত্রীর সমাগম হইত যে, ইহা ইউরোপের 'কাবা'য় পরিণত হইয়াছিল। কিন্তু আন্দালুসিয়ার মোসলমানেরা এ যাবৎ ইহা দর্শন করিতে পারে নাই। গ্যালিসিয়ানদের দ্বারা বন্দীকৃত হইবার আশঙ্কায় কোন মোস্‌লেম বিজেতাই সসৈন্যে এই দূরবর্ত্তী দুর্গম ভূভাগে প্রবেশের কল্পনা করেন নাই। কিন্তু অন্যে যাহা চেষ্টা করে নাই, আল্-মন্‌সূর তাহাই সম্পন্ন করিতে মনস্থ করিলেন। অপরের পক্ষে যাহা অসম্ভব, তাহাই তাঁহার কৃতিসাধ্য, জগদ্বাসীকে তাহা সপ্রমাণ করিয়া দিবার জন্য আল্-মন্‌সূর ৯৯৭ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসের তৃতীয় দিবস শনিবার স্বকীয় অশ্বারোহী সৈন্য সমভিব্যাহারে কর্দোভা হইতে বহির্গত হইলেন। দীর্ঘ পরিশ্রম এড়াইবার জন্য তাঁহার পদাতিক সৈন্যদল প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র ও খাদ্যসামগ্রী সহ নৌবহরের সাহায্যে জলপথে অগ্রসর হইল। কোরিয়ার পথে ভিসিউতে উপস্থিত হইলে কতিপয় কাউণ্ট তাঁহার প্রাধান্য স্বীকার করিয়া তাঁহার সহিত যোগদান করিলেন। ওপোর্টোতে পৌঁছিয়া তিনি নৌবহরের সাক্ষাৎ পাইলেন। তৎ-

সাহায্যে একটী নৌসেতু প্রস্তুত করিয়া তিনি ডুরো নদী উত্তীর্ণ হইলেন। ডুরো ও মিন্‌হো নদীর মধ্যবর্ত্তী ভূভাগের কাউণ্টেরা তাঁহার মিত্র ছিলেন। কাজেই তাঁহাকে কোন বাধার সম্মুখীন হইতে হইল না। কিন্তু মানুষের নিকট হইতে বাধা না পাইলেও প্রকৃতি তাঁহাকে বাধা প্রদান করিল। বন্ধুর তুঙ্গ গিরিশ্রেণী আল্‌-মন্‌সূরের পথ অবরুদ্ধ করিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু বিজয়ী আল্‌-মন্‌সূর প্রকৃতিকেও জয় করিলেন। পর্ব্বতশ্রেণীর উপর দিয়া রাস্তা প্রস্তুত করিয়া তিনি অপর পার্শ্বে অবতীর্ণ হইলেন। অতঃপর তাঁহার সৈন্যেরা মিন্‌হো নদী উত্তীর্ণ হইয়া শত্রুরাজ্যে প্রবেশ করিল।

মোস্‌লেম বাহিনীতে যে সকল লিওনীয় খৃষ্টান ছিল, এস্থানে তাহাদের গতিবিধি আল্‌-মন্‌সূরের সন্দেহোদ্রেক করিল। তাহারা যে হীনতম বিশ্বাসঘাতকতা করিতে প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহা আল্‌-মন্‌সূরের অভিযান ব্যর্থ করিয়া দিতে পারিত। কিন্তু কিছুই তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়াইতে পারিত না। ষড়যন্ত্রের আভাস পাইয়া তিনি যথাসময়েই উপযুক্ত প্রতীকারের ব্যবস্থা করিলেন। শীতের রাত; তদুপরি বৃষ্টিপাত হইতেছিল। এমন সময় আল্‌-মন্‌সূর জনৈক বিশ্বস্ত সৈনিককে ডাকিয়া বলিলেন,

"যত দ্রুত পার, ঘোড়া হাঁকাইয়া টেলিয়ারেসের গিরিসঙ্কটে গমন কর ; সেখানে প্রথমে যে ব্যক্তির সাক্ষাৎ পাইবে, তাহাকেই আমার নিকট লইয়া আসিবে।" সৈনিক তৎক্ষণাৎ অশ্বারোহণে নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইয়া সারা রাত পাহারা দিল ; কিন্তু কোনই সজীব প্রাণী তাহার দৃষ্টিগোচর হইল না। অবশেষে প্রত্যূষে সে দেখিতে পাইল যে, এক বৃদ্ধ কাঠুরিয়া কুঠারাদি যন্ত্র সহ গাধার পিঠে চড়িয়া শিবিরের দিক হইতে তদভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। প্রহরী তাহার গন্তব্য স্থানের কথা জিজ্ঞাসা করিলে বৃদ্ধ উত্তর করিল, সে কাঠ কাটিতে যাইতেছে। তাহার কথা সত্য বলিয়াই প্রহরীর ধারণা হইল। কিন্তু বৃদ্ধ কিয়দ্দূর চলিয়া গেলে আল্-মন্‌সূরের স্পষ্ট আদেশের কথা তাহার মনে পড়িল। সে তদ্দণ্ডেই ঘোড়া ছুটাইয়া দিয়া বৃদ্ধকে ধরিয়া ফেলিল এবং তাহার কাকুতি-মিনতি উপেক্ষা করিয়া তাহাকে আল্-মন্‌সূরের নিকট উপস্থিত করিল। সারা রাত হাজেবের নিদ্রা হয় নাই। তিনি কাঠুরিয়াকে দেখিয়া কোনই বিস্ময় প্রকাশ না করিয়া তাঁহার শ্লেভ ভৃত্যদিগকে বৃদ্ধের পরিচ্ছদাদি খানাতল্লাসীর আদেশ দিলেন ; কিন্তু আপত্তি-জনক কিছুই পাওয়া গেল না। তখন তিনি তাহাদিগকে

গাধার জিন অনুসন্ধান করিতে বলিলেন। এবার তাঁহার সন্দেহ যথার্থ বলিয়া প্রমাণিত হইল; জিনের ভিতর হইতে একখানা পত্র বাহির হইয়া পড়িল। আল্-মন্‌সূরের বাহিনীর কতিপয় লিওনীয় শত্রুপক্ষকে জানাইতেছিল যে, মোস্‌লেম শিবিরের একাংশ সুরক্ষিত নহে; সে অংশে আক্রমণ করিলে কৃতকার্য্যতা লাভ সম্ভবপর। পত্র হইতে বিশ্বাসঘাতকদের নাম জানিতে পারিয়া আল্-মনসূর তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে ফাঁসীগাছে লটকাইয়া দিলেন; ছদ্মবেশী কাঠুরিয়াও বাদ গেল না। তদ্দর্শনে ভীত হইয়া অন্যান্য লিওনীয়েরা ষড়যন্ত্রে বিরত হইল।

এইরূপে খৃষ্টানদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করিয়া দিয়া আল্-মন্‌সূর সদলবলে সম্মুখে অগ্রসর হইয়া অনতিকাল পরে ঝঞ্ঝার ন্যায় সমতল ভূভাগে পতিত হইলেন। সেণ্ট্ কমাস ও সেণ্ট্ ডেমিয়ানের মঠ লুণ্ঠিত এবং সানপেযো দুর্গ অধিকৃত হইল। তদঞ্চলের বহু লোক ভিগো উপসাগরস্থ দুইটী দ্বীপে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল; মোসলমানেরা একটী উত্তরণ-স্থান খুঁজিয়া বাহির করিয়া দ্বীপে গমন করত পলাতকদের যথাসর্ব্বস্ব আত্মসাৎ করিল। অতঃপর উল্লা নদী অতিক্রম করিয়া তাহারা

বিখ্যাত তীর্থস্থান ইরিয়া লুণ্ঠন ও ধ্বংস করত ১১ই আগষ্ট কম্পোষ্টেলায় পৌঁছিল। বিজয়ী বীর নগরে প্রবেশ করিয়া দেখিতে পাইলেন যে, সকলেই ভয়ে নগর হইতে পলায়ন করিয়াছে; কেবল জনৈক সন্ন্যাসী তখনও সেণ্ট্ জেম্‌সের সমাধির সম্মুখে উপাসনায় নিরত আছে। বিস্মিত আল্-মন্‌সূর জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি এখানে কি করিতেছেন?" বৃদ্ধ সন্ন্যাসী উত্তর দিলেন, "আমি সেণ্ট্ জেম্‌সের নিকট প্রার্থনা করিতেছি!" স্তম্ভিত আল্-মন্‌সূর তাঁহাকে প্রার্থনায় নিযুক্ত থাকিতে বলিয়া তৎক্ষণাৎ সন্ন্যাসীর জীবন ও সমাধি-ভবন রক্ষার জন্য একজন প্রহরী নিযুক্ত করিলেন। নগরের অবশিষ্ট অংশ ধ্বংস করা হইল। গির্জ্জাটি এরূপভাবে ভূমিসাৎ করা হইল যে, তাহার কোনই চিহ্ন রহিল না। তাঁহার সৈন্যগণ করূণার নিকটবর্ত্তী সান্ কস্‌মো ডি ম্যায়াঙ্কা পর্য্যন্ত সমগ্র জনপদ উৎসন্ন করিয়া দিল। কম্পোষ্টেলায় এক সপ্তাহ বিশ্রাম করিয়া আল্-মনসূর কর্দোভায় ফিরিয়া চলিলেন। লেমোগোতে উপস্থিত হইয়া তিনি কাউণ্টদের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন; অকশ্য গমনকালে তাঁহাদিগকে মূল্যবান উপহার দিতে বিস্মৃত হইলেন না। যথাসময়ে আল্-মন্‌সূর রাজধানীতে

উপস্থিত হইলেন। খৃষ্টান বন্দীরা কম্পোষ্টেলার সিংহ-দ্বার ও গির্জ্জার ঘণ্টাসমূহ বহন করিয়া লইয়া আসিল। সে সমুদয় বড় মস্‌জেদে স্থাপিত হইল। একদিন যে খৃষ্টান ভূপতি এইগুলি মোস্‌লেম বন্দীর পিঠে চাপাইয়া আবার গ্যালিসিয়ায় লইয়া যাইবেন, একথা তখন কেহই ভাবিতে পারে নাই।

গ্যালিসিয়ায় নিরবচ্ছিন্ন বিজয় লাভ করিলেও মৌরিটনিয়ায় তাঁহার সৈন্যেরা অনুরূপ কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। তাহারা আর্জ্জিলা ও নেক্কুর অধিকার করত নৈশ আক্রমণে জিরির বিপুল ক্ষতি সাধন করিয়াছিল বটে, কিন্তু তৎপরে তাহারা পরাভূত হইয়া তাঞ্জিয়ারে আশ্রয় গ্রহণে বাধ্য হইল। এতচ্ছ্রবণে আল্-মন্‌সূর সত্বর সাহায্য প্রেরণের ব্যবস্থা করিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র আবদুল মালেক মোজাফ্‌ফর এক সুসজ্জিত সৈন্যদল লইয়া প্রণালী উত্তীর্ণ হইলেন। ৯৯৮ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে জিরির সহিত তাঁহার সঙ্ঘর্ষ বাধিল। প্রত্যূষ হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত যুদ্ধ চলিল। জিরি-ই বিজয়-মাল্যের অধিকারী হইবেন বলিয়া বোধ হইল। কিন্তু তিনি তাঁহারই জনৈক কাফ্রী ভৃত্যের *

---

* ইহার ভ্রাতাকে জিরি বধ করিয়াছিলেন।

হস্তে আহত হইয়াছেন জানিতে পারিয়া মোজাফ্‌ফর ভীম পরাক্রমে আক্রমণ করিয়া শত্রুদিগকে পলায়ন করিতে বাধ্য করিলেন। জিরির ক্ষমতা চিরতরে নষ্ট হইয়া গেল; তাঁহার অধীন সমগ্র জনপদ কর্দোভার খেলাফতের অধীনে আসিল। প্রাপ্ত আঘাতের ফলে প্রায় তিন বৎসর পরে (১০০১ খৃষ্টাব্দে) জিরি মৃত্যু বরণ করিলেন।

আল্-মন্‌সূরের মৃত্যুকালও ঘনাইয়া আসিল। ১০০২ খৃষ্টাব্দে তিনি ক্যাস্টাইলের বিরুদ্ধে সৈন্য চালনা করিলেন। ইহাই তাঁহার জীবনের সর্ব্বশেষ অভিযান। তাঁহার অন্যান্য অভিযানের ন্যায় এই অভিযানও সাফল্যমণ্ডিত হইল। তিনি নেজেরার বিশ মাইল দক্ষিণস্থ ক্যালালেস পর্য্যন্ত অগ্রসর হইলেন এবং সেণ্ট্ এসিলিয়ানের মঠ ধ্বংস করিয়া কর্দোভায় ফিরিয়া চলিলেন। পথিমধ্যে তাঁহার রোগ-লক্ষণ প্রকাশ পাইল। মৃত্যু নিশ্চিত বুঝিতে পারিয়া তিনি ঔষধ সেবনে সম্মত হইলেন না। তাঁহার অশ্বারোহণের শক্তি বিলুপ্ত হইয়া গেল। ভৃত্যেরা তাঁহাকে শিবিকায় করিয়া লইয়া চলিল। এক পক্ষ কাল পরে তিনি মদীনাসেলিতে উপস্থিত হইলেন। মানবের অজেয় হইলেও আল্-মন্‌সূর মৃত্যুঞ্জয়ী ছিলেন না। ১০ই আগষ্ট সোমবার রাত্রে তিনি চিরতরে চক্ষু মুদ্রিত করিলেন।

ধর্ম্ম-যুদ্ধের পথে তাঁহার মৃত্যু হইবে, আল্-মন্‌সূরের ইহা দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। তজ্জন্য তিনি স্বীয় 'কাফন' বা শবাচ্ছাদন-বস্ত্র সঙ্গে লইয়া যাইতেন। টরোক্সে তাঁহার যে পৈতৃক সম্পত্তি ছিল, তাহার আয় হইতে এই কাফনের কাপড় ক্রয় করা হয়; তাঁহার কন্যারা ইহা সেলাই করিয়া দেন। 'ধর্ম্মযুদ্ধের পথের ধূলিতে যাহার পদযুগল আবৃত করা হয়, সে নরকাগ্নি হইতে রক্ষা পায়' ক্কোর্-আনের এই বাণী অবগত হইয়া আল্-মন্‌সূর যখনই কোন বিশ্রাম-স্থানে উপস্থিত হইতেন, তখনই তাঁহার পরিচ্ছদ হইতে সযত্নে ধূলি ঝাড়িয়া লইয়া তাহা একটী ক্ষুদ্র বাক্সে রক্ষা করিতেন। তাঁহার অন্তিম উপদেশানুসারে নির্দ্দিষ্ট কাফনে দেহাবৃত ও রক্ষিত ধূলিতে পদ প্রক্ষালন করিয়া তাঁহাকে মদীনা-সেলিতে সমাহিত করা হইল। জনৈক সন্ন্যাসী লিখিলেন, "আল্-মন্‌সূর মরিয়া নরকে চলিয়া গেলেন।" তাঁহার মৃত্যুতে খৃষ্টানেরা কিরূপ স্বস্তির নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়াছিল এবং ইস্‌লাম ও মোসলমানের তিনি কতদূর খেদমৎ করিয়াছিলেন, খৃষ্টান লেখকের এই মন্তব্য হইতেই তাহা স্পষ্ট প্রতিভাত হয়।

উত্তরাঞ্চলের খৃষ্টানদিগকে কখনও আল্-মন্‌সূরের

ন্যায় অপর কোন শত্রুর সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে হয় নাই। স্পেনের অপর কোন ভূপতিকেই তাহারা আল্-মন্‌সূরের ন্যায় ভয় করে নাই। * তিনি তাহাদের বিরুদ্ধে অর্দ্ধ শতেরও অধিক অভিযান পরিচালনা করেন: সাধারণতঃ প্রতি বৎসর শরৎকালে একটী এবং বসন্ত কালে আর একটী অভিযান প্রেরিত হইত। ইহার কোনটীতেই আল-মন্‌সূর অকৃতকার্য্য হন নাই। কখনও কোন সেনাপতি তাঁহার ন্যায় এরূপ নিয়ত বিজয়লাভে সমর্থ হন নাই। † যত দিন তাঁহার সৈন্যদল তাহাদের ষান্মাষিক অভিযানে বহির্গত হইয়াছিল, ততদিন খৃষ্টান রাজগণ পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগীর ন্যায় অসাড় হইয়া রহিয়াছিলেন। তিনি লিওন ও তৎসন্নিকটবর্ত্তী দেশ কর্দোভা রাজ্যের করদ প্রদেশে পরিণত করেন। ক্যাষ্টাইল, বার্সিলোনা ও ন্যাভার তাঁহার হস্তে পুনঃ পুনঃ পরাভূত হয় এবং এই সমুদয় রাজ্যের রাজধানী লিওন, প্যাম্প্‌লোনা ও বার্সিলোনা তাঁহার অধিকারে আসে; অসংখ্য

* "None of the rulers of Andalusia was so dreaded by the Christians of the north as the Hajib Al-Mansur."—Ameer Ali, 523.

† "Never was a general so constantly victorious."—Lane-poole, 165.

পতাকা উড়িতে থাকে ; অথচ এই দীর্ঘকালের মধ্যেও স্থানটী সত্যই মোসলমানদের অধিকারে আছে কিনা, তাহা নির্দ্ধারিত করিতে খৃষ্টানদের সাহসে কুলায় নাই !

অপর এক সময় আল্-মন্‌সূরের নিকট হইতে জনৈক দূত ন্যাভারের গার্সিয়ার দরবারে প্রেরিত হন ; সেখানে তাঁহাকে বিবিধরূপে সম্মানিত করা হয়। একদা কোন গির্জ্জা পরিদর্শনকালে এক বৃদ্ধা মোসলমান নারীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। তাহার নিকট হইতে তিনি অবগত হইলেন যে, বাল্যকালেই তাহাকে বন্দিনী করা হয় ; তখন হইতে সে ক্রীতদাসীরূপে ঐ গির্জ্জায় বাস করিয়া আসিতেছে ; কাজেই তিনি যেন তাহার দুর্দ্দশার প্রতি আল্-মন্‌সূরের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। দূতবর তাহাকে প্রতিশ্রুতি দিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। অত্যল্প কাল পরেই তিনি কর্দোভায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া আল্-মন্‌সূরের নিকট তাঁহার কার্য্য-বিবরণী দাখিল করিলেন। তাঁহার বর্ণনা শেষ হইলে হাজেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "ন্যাভারে কোন কিছু তোমার অসন্তোষ উৎপাদন করিয়াছে কি ?" প্রত্যুত্তরে দূত তাঁহাকে সেই মোস্‌লেম ক্রীতদাসীর কথা জ্ঞাপন করিলেন। আল্-মন্‌সূর বলিয়া উঠিলেন, "প্রথমেই আমাকে ইহা জানান তোমার উচিত ছিল !"

কাল বিলম্ব না করিয়া তিনি ন্যাভারের সীমান্তের দিকে স্বীয় বাহিনী পরিচালিত করিলেন। মহা আতঙ্কে গার্সিয়া তাঁহাকে পত্র লিখিলেন, "কি অপরাধে আপনার এই যুদ্ধ-যাত্রা বুঝিতে পারিতেছি না; আমার জ্ঞানমতে কোন প্রকারে আপনাকে মনোকষ্ট দিয়াছি বলিয়া ত স্মরণ হয় না।" আল্-মন্সূর চীৎকার করিয়া পত্র-বাহককে বলিলেন, "সেই মিথ্যাবাদী কি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলে নাই যে, তাহার রাজ্যে একজন মোসলমান বন্দী বা বন্দিনীও নাই? সম্প্রতি আমি জানিতে পারিয়াছি যে, তোমাদের কোন গির্জ্জায় একজন মোসলমান রমণী আছে; তাহাকে আমার হস্তে সমর্পণ না করা পর্য্যন্ত আমি কিছুতেই ন্যাভার ত্যাগ করিতেছি না।" উত্তর পাইয়াই গার্সিয়া মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব না করিয়া সেই রমণীকে হাজেবের নিকট প্রেরণ করিলেন; অনুসন্ধানে আরও দুইজন বন্দিনী বাহির হইয়া পড়িল; তাহা-দিগকেও মোস্লেম শিবিরে প্রেরণ করা হইল। সঙ্গে সঙ্গে রাজা শপথ করিয়া বলিলেন যে, এই সকল রমণীকে তিনি কখনও দেখেন নাই, কিম্বা তাহাদের সংবাদও তিনি অবগত ছিলেন না। এই কৈফিয়তে রুষ্ট উজীর তুষ্ট হইতে না পারেন ভাবিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ সেই

গির্জ্জাটী ধ্বংস করিয়া ফেলিবার আদেশ প্রদান করিলেন এবং আল্-মন্সূরকে তাহার সংবাদ জানাইলেন।

শত্রুদের ভীতির পাত্র হইলেও আল্-মন্সূর তাঁহার সৈন্যদের পূজাস্পদ ছিলেন। তাহারা তাঁহাকে পিতৃতুল্য ভক্তি করিত। তিনিও তাহাদের প্রত্যেকটী অভাব দূরীকরণের দিকে দৃষ্টি রাখিতেন। কিন্তু শৃঙ্খলা বজায় রাখা সম্বন্ধে তিনি বড়ই কঠোর ছিলেন। যখন কোষবদ্ধ থাকিবার কথা, তখন জনৈক সৈনিকের তরবারি বাহিরে ছিল বলিয়া তিনি এক আঘাতেই তাহার মস্তক দেহচ্যুত করিয়া দিয়াছিলেন। এই দৃষ্টান্ত সৈন্যদের মধ্যে যাদু-মন্ত্রের ন্যায় কার্য্য করিল। তখন হইতে তাহারা শৃঙ্খলার প্রতি এত অধিক লক্ষ্য রাখিত যে, "অশ্বগুলি পর্য্যন্ত তাহাদের কর্ত্তব্য বুঝিত বলিয়া মনে হইত।"

স্ব-গঠিত সুশৃঙ্খল বাহিনীর সাহায্যে আল্-মন্সূর আন্দালুসিয়াকে যেরূপ সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী করিয়াছিলেন, মহামতি খলীফা তৃতীয় আবদুর রহ্মানের পক্ষেও তাহা সম্ভবপর হয় নাই।* কিন্তু ইহাই তাঁহার একমাত্র কৃতিত্ব

* "...Almanzor won for Mohammedan Spain power and prosperity which she had never before enjoyed, even in the days of Abd-er Rahman III."—Dozy, 526.

নহে। কেবল স্বদেশ নহে, পরন্তু শিক্ষা-সভ্যতা ও তাঁহার নিকট প্রভূত পরিমাণে ঋণী। লোকের মানসিক উন্নতি সাধনের প্রতি তাঁহার বিশেষ লক্ষ্য ছিল। রাজনৈতিক কারণে দার্শনিকদিগকে উৎসাহ দানে সমর্থ না হইলেও তিনি সুযোগ পাইলেই তাঁহাদিগকে আশ্রয় দান করিয়া আনন্দানুভব করিতেন। একদা নাস্তিকতার অভিযোগে কাসেম ইবু-মোহাম্মদ সম্বোসী নামক এক-জন দার্শনিককে কারারুদ্ধ করা হয়। বহু সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণান্তে তাঁহার প্রতি মৃত্যুদণ্ডের আদেশ প্রদত্ত হইল। এমন সময় ইব্‌নুল-মাকওয়া নামক জনৈক প্রতিপত্তিশালী মোল্লা সহসা বিচার-গৃহে প্রবেশ করিলেন এবং সভাপতি কাজীর ভীষণ বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও স্বকীয় দৃঢ় যুক্তিবলে দণ্ডাদেশ খণ্ডন করিতে সমর্থ হইলেন। কাজী সাহেব সঙ্গে সঙ্গেই আল্-মন্‌সূরের বিরাগভাজন হইলেন। ধর্ম্মান্ধদের ধর্ম্মোন্মত্ততা হ্রাসের সুবর্ণ-সুযোগ উপস্থিত দেখিয়া আল্-মন্‌সূর অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "আমাকে ধর্ম্মের সমর্থন করিতেই হইবে; প্রত্যেক সত্য-ধর্ম্ম-বিশ্বাসীই আমার রক্ষার পাত্র"। বিচারকগণের মতে কাসেম ধার্ম্মিক লোক; অথচ তাঁহাকে দণ্ড দানের জন্য সভাপতি অশ্রুত-পূর্ব্ব

প্রয়াস পাইয়াছেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, কাজী ভয়ানক শোণিত-পিপাসু ব্যক্তি; কাজেই তাঁহাকে জীবিত রাখা যাইতে পারে না।" অবশ্য কাজীকে সাবধান করাই আল্-মন্সূরের ইচ্ছা ছিল। তজ্জন্য তিনি তাঁহাকে কিয়দ্দিবস কারাগারে রাখিয়া পরে মুক্তি দান করিলেন। ইহার পর ধর্ম্মান্ধেরা হতভাগ্য দার্শনিকদের প্রতি পূর্ব্বের ন্যায় কাঠোরতা দেখাইতে সাহসী হয় নাই।

যুদ্ধাভিযানে গমন কালে আল্-মন্সূর তাঁহার গ্রন্থ-সমূহ সঙ্গে লইয়া যাইতেন। তাঁহার গ্রন্থাবলী নির্জ্জীব কাগজের সমষ্টি ছিল না; কবিকুল অভিযানে তাঁহার সহগমন করিতেন; ইহাতেই তাঁহার পুস্তকের কাজ চলিত। তাঁহার গৃহে বিদ্বন্মণ্ডলীর অধিবেশন বসিত। বিখ্যাত কবি, বক্তা বা গ্রন্থকার ব্যতীত অপর কাহারও সেখানে আসন গ্রহণের অধিকার ছিল না। ওবায়দা বিন্-আবল্লাদুহ্ তদানীন্তন স্পেনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। তিনি হজরতের প্রশংসাত্মক কবিতা সংবলিত স্পেনীয় কবিদের একখানা ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেন। আল্-মন্সূরের দর্শনপ্রার্থী হইয়া তিনি তাঁহাকে উপস্থিত-ক্ষেত্রে রচিত কয়েকটী কবিতা প্রেরণ করিলে গুণ-মুগ্ধ

হাজেব তাঁহাকে এক শত স্বর্ণমুদ্রা দান করিবার এবং তাঁহার জন্য স্বীয় গৃহ-দ্বার অবিরত উন্মুক্ত রাখিবার আদেশ প্রদান করেন। বিজয়াভিযানের জন্য আল্-মন্‌সূরের প্রশংসা করিয়া সৈয়দ বিন্-ওস্‌মান তাঁহাকে একটী কবিতা উপহার প্রদান করেন; উহা এক শত লাইনে সমাপ্ত হইয়াছিল। সম্মিলনীতে পঠিত হইলে সকলেই কবিতাটীর প্রশংসা করিলেন। আল্-মন্‌সূর পর দিবসই স্বর্ণ-সূত্র-বিজড়িত মুদ্রাধারে কবিকে তিন শত স্বর্ণমুদ্রা প্রেরণ করিলেন। তাঁহার সম্মিলনীতে কবিতার প্রতিযোগিতা হইত। সফল-কাম কবিরা তাঁহার নিকট হইতে এক শত স্বর্ণমুদ্রা পারিতোষিক প্রাপ্ত হইতেন। তিনি উৎকৃষ্ট কবিতার একটী "চয়নিকা" প্রস্তুত করেন।

স্পেনে বিদ্বন্মণ্ডলীর এরূপ সমাদরের কথা শুনিয়া ফ্রান্স, ইতালী, মিসর, সিরিয়া, এরাক, পারস্য প্রভৃতি দূরদেশ হইতেও পণ্ডিত-বর্গ কর্দোভায় আগমন করিতেন।* তাঁহারা আল্-মন্‌সূরের দরবারে সাদর অভ্যর্থনা

* "The fame enjoyed by the learned men of Spain,··· having extended into other countries, many travellers came not only from Egypt, Africa, Syria, the Iraks and Persia, but also from the country of Roum, from Alfranc, and from Gallicia." —Conde, ii, 18.

প্রাপ্ত হইতেন। তাঁহাদের সকলকেই তিনি 'পেন্সন' দিতেন। তাঁহাদের মধ্যে বাগ্দাদের সা'দ কবিতা ও উপন্যাস রচনায় এবং রসিকতায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তিনি পাঠ করেন নাই, জগতে এমন কোন গ্রন্থ আছে বলিয়া তিনি স্বীকার করিতেন না। স্বীয় দাবি সপ্রমাণ করিবার জন্য তিনি নির্জ্জলা মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণেও বিন্দুমাত্র কার্পণ্য প্রদর্শন করিতেন না। কাজেই তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে বেশ জব্দ হইতে হইত। একদা কতিপয় পণ্ডিত তাঁহাকে অপদস্থ করিবার উদ্দেশ্যে এক খানা পুস্তক দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনি কখনও এই পুস্তক পাঠ করিয়াছেন কি ?" প্রকৃতপক্ষে প্রদর্শিত গ্রন্থে একটী শব্দও লিখিত ছিল না; উহা একখানা সাদা খাতা মাত্র। উহার প্রথম পৃষ্ঠায় পুস্তকের ও গ্রন্থকারের যে নাম লিখিত ছিল, সে নামের কোন পুস্তক কখনও লিখিত হয় নাই, কিম্বা জগতে কখনও ঐ নামের কোন গ্রন্থকারেরও অস্তিত্ব ছিল না। তথাপি পুস্তকখানার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াই সা'দ বলিয়া উঠিলেন, "হাঁ, আমি ইহা অধ্যয়ন করিয়াছি।" সঙ্গে সঙ্গেই তিনি ভক্তিভাবে উহা চুম্বন করিয়া যে শহরে ও যে অধ্যাপকের নিকট তাহা অধ্যয়ন করিয়াছিলেন,

তাহাও নির্দ্দেশ করিলেন। আল্-মন্‌সূর তাঁহার হস্ত হইতে পুস্তকখানা কাড়িয়া নিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাহা হইলে ইহাতে কি কি বিষয় লিখিত আছে, আপনি নিশ্চিতই তাহা অবগত আছেন।" সা'দ উত্তর দিলেন, "অবশ্যই, ইহা একখানা ব্যাকরণ!" ফলে উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে হাস্যের রোল পড়িয়া গেল। অপর এক সময় ইবে্ন-এজিদ নামক জনৈক প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা আল্ মন্‌সূরকে একখানা দীর্ঘ পত্র প্রেরণ করেন। আল্-মন্‌সূর সা'দকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি ইবে্ন-এজিদের "কৃষি-বিদ্যা ও সার" বিষয়ক গ্রন্থখানা অধ্যয়ন করিয়াছেন কি?" মুহূর্ত্তমাত্র ইতস্ততঃ না করিয়া সা'দ উত্তর করিলেন, "খোদার কসম, আমি বাগ্দাদে এই পুস্তক পাঠ করিয়াছি!" আল্-মন্‌সূর চীৎকার করিয়া বলিলেন, "রে মিথ্যবাদি, আমি যে পুস্তকের কথা বলিয়াছি, তাহা একখানা পত্র মাত্র।" সা'দ উত্তর দিলেন, " হইতে পারে; কিন্তু আমি মিথ্যা বলি নাই! বাস্তবিকই এই নামের আর একখানা পুস্তক বিদ্যমান আছে। তবে উভয়ের নামের সাদৃশ্য যে অদ্ভুত, তাহাতে সন্দেহ নাই।"

তাঁহার ঈদৃশ আচরণে আল্-মন্‌সূর কুপিত না হইয়া

বরং আনন্দানুভব করিতেন। বিশেষতঃ গার্সিয়া সম্বন্ধে তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণী সফল হওয়ার পর হইতে তিনি তাঁহাকে খুব ভক্তি করিতেন। সা'দ হাজেবের নিকট হইতে প্রচুর বৃত্তি প্রাপ্ত হইতেন; কিন্তু দাতা ও অমিত-ব্যয়ী ছিলেন বলিয়া তাহাতে তাঁহার ব্যয় সঙ্কুলান হইত না। কাজেই তিনি অর্থ আদায়ের জন্য নিত্য নবীন উপায় উদ্ভাবনে নিরত থাকিতেন। আল্-মন্সূর তাঁহাকে যে সকল মুদ্রাপূর্ণ থলি প্রদান করিয়াছিলেন, একদা তিনি তাহা সংগ্রহ করিয়া তদ্দ্বারা একটী পরিচ্ছদ প্রস্তুত করাইয়া তাঁহার ক্রীতদাস কাফুরকে পরিধান করাইলেন। তৎপরে তিনি প্রাসাদে গমন করিয়া আল্-মন্সূরকে বলিলেন, "প্রভো, বান্দার একটী আরজ আছে।" আল্-মন্সূর জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি রকম?" সা'দ বলিলেন, "শুধু আমার ক্রীতদাস কাফুরকে আপনার সম্মুখে হাজির করিতে চাই।" আল্-মন্সূর বলিলেন, "চমৎকার দরখাস্ত! যাহা হউক, তাহাকে লইয়া আসুন।" তাল-বৃক্ষ-তুল্য দীর্ঘাকৃতি কাফুর যখন সন্ন্যাসীর তালি-পূর্ণ পোষাকের ন্যায় বহু বর্ণের পরিচ্ছদে তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইল, তখন আল্-মন্সূর উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "কি বিশ্রী পোষাক! তাহাকে এই পোষাক

পরিধান করাইবার কারণ কি ?” সা’দ উত্তর করিলেন, “প্রভো, কারণ সুস্পষ্ট ; তাহা হইলে আপনার বুঝিতে কষ্ট হইবে না যে, আপনি আমাকে ইতঃপূর্ব্বে এত অধিক স্বর্ণমুদ্রা দান করিয়াছেন যে, যে সকল থলিতে ঐ মুদ্রাসমূহ প্রেরিত হইয়াছিল, তদ্দ্বারা কাফুরের ন্যায় একটী লোকের পোষাকের কাজ চলিতে পারে।” আল্-মন্সূর মৃদু হাস্য করিয়া বলিলেন, “আপনার উত্তরে আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি ; ধন্যবাদ জ্ঞাপনের কায়দা আপনার বেশ জানা আছে।” সঙ্গে সঙ্গেই তিনি কবিকে নূতন উপহার প্রেরণ করিলেন ; অবশ্য কাফুরের জন্য এক প্রস্থ সুদর্শন পোষাক প্রেরণ করিতেও বিস্মৃত হইলেন না। আর একবার কবি নিজেই ছিন্ন পরিচ্ছদে হাজেবের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। আল্-মন্সূরের প্রশ্নোত্তরে তিনি জানাইলেন যে, উহা তাঁহার রাজদত্ত পোষাক। হাজেব সহাস্যে বলিলেন “বেশ করিয়াছেন ; কিন্তু এত বেশী ব্যবহার করিলে ইহা ছিঁড়িয়া যাইতে পারে। কাজেই এই সম্মান-সূচক পরিচ্ছদ যাহাতে নষ্ট না হয়, তজ্জন্য কালই আপনাকে এক প্রস্থ নূতন পোষাক পাঠাইয়া দিতেছি।”

আল্-মন্সূর কার্য্যকরী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন।

তাঁহার ক্ষুদ্রবৃহৎ প্রত্যেক কার্য্যেই অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যাইত। গুরুতর ব্যাপারে তিনি মন্ত্রণা-সভার পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। কিন্তু তাঁহাদের যুক্তি প্রায়শঃ তাঁহার মনঃপুত হইত না। তাঁহাকে নূতন পথ অবলম্বন করিতে দেখিলে তাঁহারা 'সর্ব্বনাশ হইল' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিতেন; কিন্তু ঘটনা-স্রোত প্রমাণিত করিয়া দিত যে, তাঁহাদের ধারণা আদৌ ঠিক নহে।

রাজ্যের সমৃদ্ধি সাধনের প্রতি আল্-মন্সূর বিশেষ লক্ষ্য রাখিতেন। ব্যবসায়-বাণিজ্য, যাতায়াত পথ ও সংবাদ আদান-প্রদানের সুবিধার জন্য তিনি অসংখ্য রাজপথ নির্ম্মাণ করেন। একিজা নগরে জেনিল নদীর উপর তিনি একটী সেতু নির্ম্মাণ করেন; চল্লিশ সহস্র স্বর্ণমুদ্রা ব্যয়ে কর্দোভায় গোয়াডেল কুইভার নদীর উপরেও আর একটী সেতু নির্ম্মিত হয়।

ক্ষমতালাভ ও ক্ষমতারক্ষার জন্য আল্-মন্সূর যে সমুদয় উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, নীতির দৃষ্টিতে তাহা সমর্থন করা যায় না; কিন্তু ন্যায়ের খাতিরে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, তাঁহার উচ্চাকাঙ্ক্ষার পথে বিঘ্ন উপস্থিত না হইলে তিনি কখনও অবৈধ পথে পদার্পণ করিতেন না; বরং সর্ব্বব্যাপারেই রাজভক্তি,

সদাশয়তা ও ন্যায়পরায়ণতার পরিচয় প্রদান করিতেন। সঙ্কল্পের দৃঢ়তা তাঁহার চরিত্রের প্রধান বিশেষত্ব। তিনি কদাপি সঙ্কল্পচ্যুত হইতেন না। ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে তিনি মানসিক কষ্টের ন্যায় শারীরিক যাতনাও স্থির-ভাবে সহ্য করিয়া যাইতেন। একটী ঘটনা হইতে তাঁহার অদ্ভুত দৃঢ়-চিত্ততার পরিচয় পাওয়া যায়। একদিবস তিনি মন্ত্রী-সভায় বসিয়া রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে-ছিলেন। সহসা সকলেই সদ্য-দগ্ধ মাংসের গন্ধ অনুভব করিলেন; অনুসন্ধানে দেখা গেল যে, প্রধান মন্ত্রীর একখানা পা উত্তপ্ত লৌহ-শলাকা সংস্পর্শে পুড়িয়া যাইতেছে; অথচ তিনি স্থির-ভাবে শাসন-নীতি সম্বন্ধে তর্ক-বিতর্ক করিতেছেন! তাঁহার প্রত্যেকটী কার্য্যই তাঁহার অসাধারণ স্থির-প্রতিজ্ঞা ও অধ্যবসায়ের জ্বলন্ত প্রমাণ। কি বন্ধুতায়, কি শত্রুতায় সর্ব্বত্রই তিনি অটল ছিলেন; কেহ তাঁহার উপকার করিলে তিনি কখনও তাহা বিস্মৃত হইতেন না, কিম্বা শত্রুকে ও কদাপি ক্ষমা করিতেন না। হাজেবের পদ প্রাপ্ত হইলে তিনি ছাত্রা-বস্থায় তাঁহার যে সমপাঠী-চতুষ্টয়কে তাহাদের মনোনীত চাকুরী প্রার্থনার জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়াছিলেন, তাহাদের সহিত তাঁহার ব্যবহার হইতেই ইহার সত্যতা

প্রমাণিত হয়। যে ছাত্র তিনটী তাঁহার কথা বিশ্বাস করিয়াছে বলিয়া ভাণ করিয়াছিল, আল্-মন্‌সূরের মন্ত্রিত্ব প্রাপ্তির পর তাহারা সত্যই তাহাদের প্রার্থিত পদ প্রাপ্ত হইয়াছিল; কিন্তু যে ছাত্রটী বিদ্রূপ করিয়াছিল, তাহার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়া দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হাজেব তাহাকে তদীয় অবিমৃষ্যকারিতার শাস্তি প্রদান করিয়াছিলেন।

কিন্তু কাহারও প্রতি অবিচার করিয়াছেন বলিয়া মনে হইলে তাঁহার অটল সঙ্কল্প টলিয়া যাইত। একদা কতিপয় বন্দীকে ক্ষমা করার প্রস্তাব হয়; আল্-মন্‌সূর তালিকার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তাঁহার জনৈক ভৃত্যের নাম দেখিতে পাইলেন; তাহার প্রতি তিনি অত্যধিক অসন্তুষ্ট ছিলেন। কাজেই তিনি তালিকার এক প্রান্তে লিখিয়া দিলেন, "এই লোকটী দোজখে না যাওয়া পর্য্যন্ত যেখানে আছে সেখানেই থাকিবে।" কিন্তু তাঁহার মনে শান্তি আসিল না; তিনি বিবেকের তীব্র দংশন অনুভব করিতে লাগিলেন। তাঁহার মনে হইল যেন, নিদ্রা-জাগরণের মধ্যে এক অশরীরী ব্যক্তি তাঁহাকে বলিতেছে, "হয় এই লোকটীকে মুক্তি দাও, নতুবা তোমার অবিচারের দণ্ড গ্রহণ কর।" কিছুতেই মন হইতে এই চিন্তা দূর করিতে না পারিয়া অবশেষে তিনি

তাঁহার শয্যাপার্শ্বে লিখিবার উপকরণ আনাইয়া লোকটীর মুক্তির আদেশ লিখিয়া দিলেন। তখন তাঁহার মনে শান্তি আসিল।

আর একবার আল্-মন্সূর উজীর আবুল মুগিরার সহিত জহিরা নগরীর কোন উদ্যানে আমোদ-প্রমোদ করিতেছিলেন। এমন সময় একটী সুন্দরী গায়িকা বালিকা তাহার প্রেমিকের সঙ্গ কামনা করিয়া একটী সঙ্গীত আবৃত্তি করিল। আল্-মন্সূর এই বালিকাটীকে খুব ভালবাসিতেন। কিন্তু সে আবুল মুগিরার প্রতি আসক্তা ছিল। প্রেমিকার করুণ সঙ্গীতে উজীর স্থির থাকিতে পারিলেন না; তিনিও কবিতায় তাহার যথোপযুক্ত প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন। আল্-মন্সূরের পক্ষে সংযম বজায় রাখা অসম্ভব হইয়া উঠিল। ক্রুদ্ধ হাজেব তরবারি বহির্গত করিয়া বজ্রনাদে বালিকাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "উজীরকে লক্ষ্য করিয়াই কি তুমি তোমার কবিতা আবৃত্তি কর নাই?" সাহসী বালিকা নির্ভয়ে উত্তর করিল, "মিথ্যা বলিলে আমার জীবন রক্ষা পাইতে পারে; তথাপি আমি মিথ্যা বলিব না। তাঁহার দৃষ্টি আমার মর্ম্ম ভেদ করিয়াছে। প্রেমের জ্বালায় আমি আমার হৃদয়-রহস্য ব্যক্ত করিতে বাধ্য হইয়াছি। আমি

যাও; তাঁহাকে বলিও, যদি আমার ভৃত্য বাস্তবিকই চুক্তিভঙ্গ করিয়া থাকে, তবে সে যেন কঠোর শাস্তি প্রাপ্ত হয়, ইহাই আমার ইচ্ছা।" বিচারে বিবাদী জয় লাভ করায় সে আল্-মন্সূরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতে আসিল। কিন্তু তিনি বলিলেন, "তোমার ধন্যবাদ রাখিয়া দাও; মোকর্দ্দমায় জয় লাভ করিয়াছ বলিয়া তুমি ধন্যবাদ না জানাইয়া পারিতেছ না সত্য; কিন্তু যে পাজিটা আমারই চাকর হইয়া হীন কার্য্য দ্বারা আমাকে লজ্জিত করিয়াছে, তাহাকে শাস্তি না দিয়া আমি তৃপ্ত হইতে পরিতেছি না।" এই বলিয়া তিনি মোকর্দ্দমাকারীকে বিদায় করিয়া দিলেন। আর একবার তাঁহার দেওয়ান জনৈক আফ্রিকা-বাসী বণিকের সহিত মোকর্দ্দমায় জড়িত হইয়া পড়েন। কাজী তাঁহাকে শপথ গ্রহণ করিতে বলিলেন; কিন্তু পদ-গর্ব্বে গর্ব্বিত দেওয়ান তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। ইহার পর একদিন আল্-মন্সূর যখন দেওয়ানের সহিত মস্জেদে গমন করিতেছিলেন, তখন বণিক তাঁহার নিকট সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করিলেন। আল্-মন্সূর তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে বন্দীকৃত করিয়া আদালতে প্রেরণ করিলেন এবং পরে মোকর্দ্দমায় তাঁহার পরাজয় হইয়াছে জানিতে পারিয়া তাঁহাকে পদচ্যুত করিলেন।

সংক্ষেপে বলিতে গেলে, স্বীয় উচ্চাকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্তির জন্য আল্-মন্‌সূর যে সমুদয় উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা ঘৃণা না করিয়া উপায় নাই; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, ক্ষমতা লাভের পর তিনি মহৎভাবে উহার ব্যবহার করিয়াছিলেন। যদি ভাগ্যগুণে রাজবংশে তাঁহার জন্ম হইত, তবে বিশ্ব তাঁহাকে নিন্দা করিতে পারিত না; যে সমুদয় শ্রেষ্ঠ ভূপতির স্মৃতি বক্ষে ধারণ করিয়া ইতিহাস গৌরবান্বিত, ঐ অবস্থায় তিনি তাঁহাদের অন্যতম বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিতেন। কিন্তু গ্রহবৈগুণ্য বশতঃ প্রতিপত্তিহীন পরিবারে ভূমিষ্ঠ হওয়ায় স্বকীয় উচ্চ লক্ষ্যস্থলে উপস্থিত হইবার জন্য তাঁহাকে অসংখ্য বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। ঐ সকল বাধা-বিঘ্ন দূরীভূত করিতে যাইয়া তিনি যে নীতি প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তাহা নিন্দার্হ হইলেও বহু বিষয়ে যে আল্-মন্‌সূর বড়লোক ছিলেন, তাহা অবশ্য স্বীকার্য্য। *

* Ameer Ali, 524 ; Dozy, 532, 533.

—সমাপ্ত—

—সমালোচনা—

'মোস্‌লেম-কীর্ত্তি'র "প্রবন্ধগুলির সমস্তই উপন্যাসের ন্যায় সুখ-পাঠ্য ও চিত্তাকর্ষক। পাঠ করিতে করিতে জাতীয় গৌরবে হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠে।" —হানাফী।

"ইহা···মুসলমানের শিথিল প্রাণ বিবেকের তীব্র কষাঘাতে জাগাইয়া তুলিবে।"

—আল্-মুস্‌লিম।

"১০টী ভাল প্রবন্ধ। অনেক কিছু শিখিবার আছে। লেখাগুলির মধ্যে সাম্প্রদায়িক অহমিকা-বোধ নাই, অথচ ইসলাম-বিভবের পরিচয় দেবার সংযত চেষ্টা।" —নবশক্তি।